মন্দাকিনী

(২০শে চৈত্র ১৩২৭—ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

১৩২৮

মূল্য ৸০ মাত্র

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

পরশুরাম	
আপব বশিষ্ঠ	
শান্তনু	হস্তিনার রাজা।
সুনন্দ	ঐ মন্ত্রী।
হোত্রবাহন	ঐ বয়স্য।
ধৌম্য	ঐ পুরোহিত
কঞ্চুকী	

ভৃত্যগণ, অনুচর, পুরবাসিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

দ্যুতি

গঙ্গা

যমুনা

সরযূ

ধৌম্য-পত্নী

কঞ্চুকী-পত্নী

দেববালকগণ, পুরবাসিনীগণ, বিলাসরঙ্গিনীগণ,
গঙ্গাসহচরীগণ ধর্ম্মপত্নীগণ ইত্যাদি।

সংগঠনকারিগণ

অধ্যক্ষ ও শিক্ষক	শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত শিক্ষক	" ভূতনাথ দাস
	" রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
বংশীবাদক	" অমৃতলাল ঘোষ
ষ্টেজ ম্যানেজার	" অমূল্যচরণ সুর
সঙ্গতী	" বনবিহারী পাইন
স্মারক	" বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

কুশীলবগণ

পরশুরাম	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেন গুপ্ত
আপববশিষ্ট	" রমানাথ মুখোপাধ্যায়
শান্তনু	" নরেশচন্দ্র ঘোষ
সুনন্দ	" ননীগোপাল মল্লিক
হোত্রবাহন	শ্রীযুক্তা তারা সুন্দরী
কঞ্চুকী	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ধৌম্য	" রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
দ্যুতি	শ্রীযুক্তা কিরণময়ী
গঙ্গা	" কৃষ্ণভামিনী
যমুনা	" নীহার বালা
সরযূ	" সরযূ বালা
ধৌম্য-পত্নী	" গোলাপ সুন্দরী
কঞ্চুকী-পত্নী	" সরযূ বালা

প্রস্তাবনা

গান

শুনে যাও ওগো নবীন পান্থ, আমরা নহিক বিহীন প্রাণ,
আমরা জানি যে মরম আলাপ, আমরা জানি যে গাহিতে
তোমারি মতন এ জল লহরে হৃদয় মোদের আছে
দেখিতে জাননা তাইত অঙ্ক লুকাই তোমার কাছে।
যুগের সঙ্গে লভিয়া জন্ম চলেছি যুগের সনে
এখনও তুমি ওঠনিক শিশু বিশ্ব ধারার মনে।
যুগের কাহিনী বহিয়া চলেছি সারাদিন সারারাতি
আমরা গড়েছি সোনার দেশ আমরা রচেছি জাতি।
আমরা দিয়াছি ডিঙ্গার বাহিনী সপ্ত সাগর পারে
কত সম্পদ উজান বহিয়া আমরা এনেছি ঘরে।
প্রথম যখন বেদের মন্ত্র, উঠিল ঋষির মুখে
অনন্ত প্রবাহে কত না ছন্দে, আমরা রেখেছি লিখে।
এখনি যখনি জাতির নিদ্রা, হয়েছে গো অবসান
দেবতা মানব মিলনের অর্ঘ্য আমরা করেছি দান॥

মন্দাকিনী
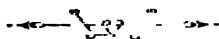
প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(দ্যুতির প্রবেশ)

[গীত]

আমি খুঁজিতে আসিনি তারে।
কেন যে এসেছি ভুলে গেছি
তাই দাঁড়ায়ে পথের ধারে ॥
এ পথ দিয়ে সে আসিবেনা জানি
কেন তবে সবে কর কানাকানি,
ও কুটিল চোখে কেন যাও দেখে
ফুলে গাঁথা এই ফুল হারে ॥
এ পথে যদি সে কখন আসে
চলিতে ক্লান্ত এখানে বসে
বোলোনা বোলোনা মাথার দিব্য
দেখেছিলে তুমি আমারে ॥
আমি রচেছি বাসা যেথা নিরাশা
চলেছি সিন্ধুপারে চলেছি সিন্ধুপারে ॥

(আপবের প্রবেশ)

আপব।—কে গো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রদেশটাকে আনন্দ-ধারায় প্লাবিত করছ ?

দ্যুতি।—কথাগুলো কি তোমার কানে আনন্দের প্রতিরূপ হয়ে প্রবেশ করলে ?

আপব।—মিছে বলবার আমার প্রয়োজন ? শতবর্ষের উপবাসে আমার বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে কেবল মর্ম্ম, সংসারীর শোক কোলাহল সেখানে প্রবেশ করে হাসে ; এখানকার হাসি সেখানে কাঁদে, দম্ভ অহঙ্কার সেখানে ভয়ে কাঁপিতে থাকে। সংসারের সুখ দুঃখ যখন প্রত্যেকেই বিপরীত মূর্ত্তি ধরে আমার মর্ম্মের কাছে উপস্থিত হয়, তখন তোমার এটাকে আনন্দ না বলে, আমি ত অন্য আর কিছু বলিতে পারছি না বালা। বহুকাল পরে, আমার মর্ম্ম-যন্ত্রে শোকের ঝঙ্কার জেগে উঠেছে।

দ্যুতি। তাইতেই বুঝে নিলেন—এ আমার আনন্দ।

আপব। এ তোমার আনন্দ ?

দ্যুতি। না ঋষি না !

আপব। না ?

দ্যুতি। গভীর শোকে আমার প্রাণ মন বুদ্ধি সমস্ত ডুবে রয়েছে।

আপব। তা হলে তোমার বিষাদ আর আমার বিষাদ এক হ'ল ?

দ্যুতি। শতবর্ষ আমি শোকের স্মরণে ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্ছি।

আপব। শতবর্ষ পরে আজ প্রথম আমার মর্ম্মে সমবেদনার ঝঙ্কার। কে তুমি ?

দ্যুতি। চিন্‌তে পারলে না ঋষি ?

আপব। এর পূর্ব্বে আর কখনও তোমাকে দেখেছি বলে ত আমার স্মরণ হয় না।

দ্যুতি। এতই তোমার দুর্দ্দশা! তাই ত ঋষি, তোমাকে দেখে এখন আমার নিজের জন্য যে দুঃখ করবার কিছু রইল না। সুমেরুর সেই আঁধার ভরা গুহার ভিতরে চোখ বুজে বসেও যে তুমি একদিন তোমার আশ্রমের গোধন-অপহারিণীকে দেখতে পেয়েছিলে, দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলে, চিনেই অভিশাপ দিয়েছিলে, সেই তুমি—তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে শত বৎসর মাত্র না দেখে তুমি তাকে চিন্‌তে পারলে না ? এখন দেখছি ঋষি আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত কর্‌তে গিয়ে তুমি নিজের ক্ষতি বেশী করেছ।

আপব। বসুপত্নী! আমার প্রণাম গ্রহণ কর। এখন একবার বল দেখি আমার আশ্রম গাভীকে চুরি কর্‌তে স্বামীকে উত্তেজিত করেছিলে কেন ?

দ্যুতি। দেখ্‌লুম ব্রাহ্মণ, বিশ্বের একপ্রান্তে অমৃতের প্রস্রবিণী লুকিয়ে রেখে একা একাই তুমি সম্ভোগ করছ, আর এদিকে বিশ্বের লোক পিপাসায় ছট্‌ফট্ করছে। সে ভারে ভারে সঞ্চিত দুগ্ধের সামান্যাংশও তুমি খেতে পারছ না, অবশিষ্ট সমস্ত পচে যাচ্ছে, তবু মানুষের উপকারে আস্‌ছে না। তোমার সে স্বার্থ বুদ্ধিতে ঘা দেবার জন্য আমি সে কাজ করেছিলুম।

আপব। শুধু সেই ছিল তোমার উদ্দেশ্য ?

দ্যুতি। না ঋষি, মানবের অজ্ঞানতা দেখে ইচ্ছা করেছিলুম, সেই জ্ঞানামৃত আমার স্বামীর সাহায্যে আচণ্ডালে বিতরণ করব।

আপব। দেবি, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক্!

দ্যুতি । কি করে হবে ঋষি ? আমার স্বামী ?

আপব । তাকেই ত জগতে আনবার জন্য আমি শতবর্ষ অন্নজল ত্যাগ করে আবাহন করছি দেবি ! বিনা ব্রহ্মচর্য্যে কেহ কখন অমৃতের অধিকারী হয় না । দেখছ না, শতবর্ষের কি ঘনীভূত অন্ধকার, লালসার বিষম তাড়নায় জাতি কি আত্মহারা, ত্যাগের কথা শুনতে তারা ভয় পায়, শুনলে রহস্য করে—তারা ত আমার সে নন্দিনীর অমৃতের মর্য্যাদা রাখতে পারবে না । সম্মুখে একটা আদর্শ চাই—শুন দেবী, তোমার স্বামী হবেন এ পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ ! কেমন মা : তোমার ইচ্ছা পূরণের এ ছাড়া আর কোন উপায় আছে ?

দ্যুতি । ঋষিরাজ !

আপব । যাও, ব্রাহ্মণকে স্বার্থপর দেখে শাস্তি দিতে গিয়ে, নিজের স্বার্থত্যাগে কাতর হয়ো না—স্বামীর কথা আর জানতে চেও না । শতবর্ষ ব্যাপী অনশন ব্রতের পর আজ আমি পারণ করতে চলেছি । তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে, আগ্নেয় গিরির আগুনের মত শতবর্ষের ক্ষুধা আমার উদর গহ্বরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে । শীঘ্র বলে দাও মা, কোথায় গেলে আমার পারণ হবে ।

দ্যুতি । সম্মুখে হস্তিনা ।

আপব । যাও মা, আবার আমার প্রণাম গ্রহণ কর ।

দ্যুতি । কিন্তু দেখো ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুধার জ্বালায় যেন উদ্দেশ্য ভুলো না ।

আপব । কি করবো বল ।

দ্যুতি । রাজা সস্ত্রীক না হলে পারণ কোরো না ।

আপব । তথাস্তু । [উভয়ের প্রস্থান ।]

পটপরিবর্ত্তন

(গঙ্গাসহচরীগণের গীত)

সাগর গামিনী　　　সাগর গামিনী
কোন্ দেশ হতে কেমন করিয়া
আসিলে বলনা শুনি।
কোন্ আকাশের কোন্ কোণে বসি
কেবা এ রচিল গান,
কে গো বরারূপে বরায়ে তোমারে
বিশ্বে করিল দান,
কোন্ ঋষি তোমা রচিল মন্ত্রে
কোন্ রবিশশি বাঁধিল যন্ত্রে
দিবানিশি তুমি চল কল কল
অচল অভয় বাণী।
মন্দাকিনী　　মন্দাকিনী
মন্দাকিনী　মন্দাকিনী ॥

(গঙ্গা ও যমুনার প্রবেশ)

গঙ্গা।　পশিব লো! সংসার আঁধারে;
জন্ম হতে আলোক ধারায়,
ত্রিসংসার করায়েছি স্নান;
প্রতি কল্লোলে কল্লোলে কুতূহলে
গেয়েছি মুক্তির গান;
সেই আমি, আজি আবদ্ধ করিতে মোরে
স্বেচ্ছায় রচিনু এই দেহ কারাগার।

এই দেখ সখী কাঁপিতেছে প্রাণ ;
না জানি এ ঘরে কি দুর্জয় মোহ ঘোরে
কি মমতা বেঁধে দিনু সখী !
ওই দেখ প্রতি তরু শিরে,
মোরে দেখি পাখী নৃত্য করে
মলয় আদরে, মধুস্বরে ভৃঙ্গ করে গান,
পুষ্পপুঞ্জ খুলি মন প্রাণ
বিশ্বে বিশ্বে সৌরভ বিলায়—
কেন সখী !
বন্দিনী হেরিতে এত উল্লাস সবার !

যমুনা। লীলা দেখিবার লোভে রাণী !
তোমা দেখে ব্যাকুলা মেদিনী—
গগন হইতে সুধা ঝরে :
শিখরিণী কলেবরে
তুষার রোমাঞ্চরূপে ফুটে ;
দিনমণি, নিশানাথে দেয় আলিঙ্গন
উষার কাঞ্চন রাগ পূর্ব্বরাগে যেন
ভ্রূভঙ্গে ধনুর রঙ্গে পূর্ব্বাকাশে খেলে।

গঙ্গা। উল্লাসে গেয়েছি গান গঙ্গাধর শিরে
উল্লাসে নেচেছি সখী, হিমানী ভূধরে।
উল্লাসে রজতকান্তি এ অঙ্গ আমার
হার রূপে প্রকৃতির শ্যামাঙ্গে জড়াই ;

উল্লাসে সাগরে মিশে যাই—
কিন্তু সখী আজ কেন হতেছে এমন ?
দেহের অঙ্গ করে টলমল—
আতঙ্কে বিকল আমি।

যমুনা। ভয় কি—ভয় কি রাণী !
জলময়ী তব তনুখানি—
অপরূপ রূপের লহরে
দিগন্তে নীলিমা আলো করে :
তাই দেখে দুন্দুভি বাজায় দেবগণ,
দেবপুষ্পে মদন রচিছে ফুলধনু,
সম্মুখে নন্দন সম অপূর্ব্ব কানন ;
এস রাণী করি বিচরণ।

গঙ্গা। চল সখী ; চল হৃদয় চঞ্চল
সুদীর্ঘ অজ্ঞাত পথে
কেমনে চলিব একা নারী
চারিধারে দৃশ্য মধুময়—
আনন্দে সভয়ে—
ঘন ঘন কাঁপিতেছে হিয়া।

যমুনা। চল রাণী, হয়েছি প্রস্তুত ;
দেখিতে জেগেছে সাধ—
জাহ্নবী কেমন দোলে আপন তরঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কঞ্চুকীর বাটী

সুনন্দ ও কঞ্চুকী।

সুনন্দ। রাজা একবার পায়ের ধুলো নিলেন আর তোমাদের পাজি পুঁথি সব উল্টে গেল?

কঞ্চুকী। রাজার যে রকম বনে যাবার ঝোঁক, তাতে বাধা দিলে পাজির পাতা সব উল্টে যেত। রাজার যাওয়া কিছুতেই রদ্ হত না; লাভের মধ্যে আমাদের নিষেধ বাক্যগুলো সব বৃথা হ'ত। এ বরং ভক্তির উপর নির্ভর করে, রাজা মনটাকে একরূপ প্রবোধ দিয়ে মৃগয়া কর্‌তে চলেছেন, সেটা ভাল হলনা; আমাদেরও মান রইল, রাজারও মান রইল। ধৌম্য পুরোহিত নির্ব্বাক্ হয়ে পাঁজি পুঁথি নিয়ে আবার ঘরে ফিরে গেছে।

সুনন্দ। রাজা এরূপ উন্মনা হয়ে রাজ্য কর্‌লে, এ রাজ্য কতদিন চল্‌বে?

কঞ্চুকী। সে রাজা জানে,—আর রাজার রাজ্য জানে। আমি সামান্য কঞ্চুকী, রাজপ্রাসাদের প্রাচীর পর্য্যন্ত আমার বিদ্যার দৌড়। আদার ব্যাপারী আমার জাহাজের খবরে দরকার কি? রাজার রাজ্য ফলাফলের কথা আমি কি বলবো?

সুনন্দ। আপনি বল্‌বেন না ত কে বল্‌বে ঠাকুর। আপনি অনন্তকাল ধরে এই রাজগৃহে কঞ্চুকীর কাজ করছেন।

কঞ্চুকী। কঞ্চুকী হয়েছি বলে চোরদায়ে ধরা পড়েছি নাকি? রাজার মঙ্গলের জন্য স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছি। রাজা বিবাহ কর্‌তে চান, ধৌম্য ঠাকুরকে ডাকিয়ে মন্ত্র আউড়িয়ে দিচ্ছি। সুলক্ষণা সবর্ণা কন্যা, তাও না হয় সংগ্রহ করে আন্‌ছি, তা বলে আমি ত আর রাজার হয়ে দণ্ড ধর্‌তে পার্‌বো না।

সুনন্দ। রাজার যে রকম রাজকার্য্যে অনিচ্ছা, তাতে আপনাকেই কালে দণ্ড বুঝি ধরতে হয়।

কঞ্চুকী। বাবা, এই দণ্ডই হাতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে; আবার রাজ দণ্ডও যেমন হাতে কর্‌বো, আর অমনি যম দণ্ডটা উপর থেকে দড়াম করে মাথার উপর নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি ত ভারি হিতৈষী মন্ত্রী দেখ্‌তে পাচ্ছি।

সুনন্দ। রাগ কর্‌বেন না প্রভু, বড়ই মনোকষ্টে বল্‌ছি।

কঞ্চুকী। আমিও কি মনের স্ফূর্ত্তিতে বল্‌ছি? তুমি ধীমান্ মন্ত্রী, তোমার উপর রাগ করবো কেন? তুমিও যেমন বিপন্ন ভাবে আমাকে প্রশ্ন করছ, আমিও তেমনি বিপন্ন ভাবে উত্তর দিচ্ছি।

সুনন্দ। বড়ই বিপন্ন! রাজ্যময় রাজার দুর্নামের ঢেউ উঠেছে, আর তারা প্রবোধ মানছে না।

কঞ্চুকী। ঢেউ উঠ্‌বে সে ত জানা কথা। এতকাল ওঠেনি, এই আশ্চর্য্য।

সুনন্দ। সকলে একবাক্যে রাজার পুরুষত্বের দোষারোপ করছে। বল্‌ছে রাজার ক্লীবত্ব প্রাপ্তি হয়েছে।

কঞ্চুকী। কেন বল্‌বে না? এ বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত সহস্র রাজকুমারী প্রত্যাখ্যাত। লোকের বলাতে অপরাধ কি? রাজা মতিহীনও নয়, উন্মনাও নয়, গৃহীও নয়, সন্ন্যাসীও নয়—অথচ বিবাহ-যোগ্য বয়স কোন্ দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সুনন্দ। আপনি আর একবার তাঁকে নিষেধ করুন। বলুন, কাল যদি আপনি মৃগয়ার অছিলায় নগর পরিত্যাগ করেন, তাহলে প্রজারা বিদ্রোহী হবে। তারা আর প্রতিনিধির শাসন মান্‌তে চায়না।

কঞ্চুকী। বল্‌তে হয়, তুমিই বল, আমার বলা শেষ হয়ে গেছে!

সুনন্দ। বেশ, আমিই বলবো।

কঞ্চুকী। তা হলে আর বিলম্ব করো না : রাজপুরী থেকে বেরুতে না বেরুতে তাঁকে ধর।

সুনন্দ। বেশ, আপনি পদধূলি দিন, আমি সফলকাম হই।

কঞ্চুকী। না বাবা, ওই দূর থেকে হাতে কপাল ঠুকে যাও, পায়ের ধূলো একবার রাজাকে দিয়েছি, রাজাও ফল পাবে তুমিও ফল পাবে। এখন দুই ফলের ঠোকা ঠুকিতে কি আমি থেঁথ্‌লে যাবো? ওমনি ওমনি যাও।

নেপথ্যে। পালাও পালাও খেলে খেলে।

কঞ্চুকী। ওকি গোলমাল কিসের?

সুনন্দ। আর কিসের বুঝ্‌তে পারূছেন না। প্রজারা রাজার মৃগয়া যাত্রার কথা জান্‌তে পেরেছে, তাই চারিদিক থেকে অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

কঞ্চুকী। যাও যাও রাজপুরী পরিত্যাগ করূতে না করূতে শীঘ্র তাঁকে এ সংবাদ দাও। [সুনন্দের প্রস্থান।

তাইত বাস্তবিকই প্রজা বিদ্রোহী হলো নাকি ? আজও পর্য্যন্ত রাজার মনোভাব বুঝতে পারা গেল না, এতো বড় বিপদের কথা ! কেন রাজা বিবাহ কর্‌তে চান না, কেন তাঁর রাজকার্য্যে মনোযোগ নেই, রাজাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে রাজা উত্তর দেন না, আর কে জানে ? কে উত্তর দেবে ?

নেপথ্যে। পালাও পালাও—খেলে খেলে।

তাইত গোলমাল ত উত্তরোত্তর বাড়তে লাগ্‌লো। সত্য সত্যই প্রজা বিদ্রোহী হলো নাকি ?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। কঞ্চুকী মশায়, কঞ্চুকী মশায়—

কঞ্চুকী। কি রে কি রে ?

ভৃত্য। বু বু বু বু (কম্পন)

কঞ্চুকী। আরে কি হলো—কি হলো ?

ভৃত্য। আমি নই– আমি নই (কম্পন) আমি গরীব, চৌদ্দসিকের মাইনের চাকর আমাকে ধোরোনা—(কম্পন)

কঞ্চুকী। আরে মল, অমন করছিস্ কেন ? আরে মল হ'ল কি ?

ভৃত্য। ওই এলো—খেলে খেলে (কঞ্চুকিকে বেষ্টন)

কঞ্চুকী। এই—এই সকালে এড়া কাপড়ে—ছাড় বেটা ছাড়, কি হয়েছে—কি হয়েছে খুলে বল। আরে মর্ খুলে বল।

ভৃত্য। ওই ওই এলো এলো ! গেলো প্রাণটা আপনার দাঁত খিঁচুনিতে এতদিন বেঁচেছিল, এইবারে গেল !

(আপবের প্রবেশ)

কঞ্চুকী। তাইত, এ কি, এ কি জীবন্ত দুর্ভিক্ষের মূর্ত্তি ! ছাড় ছাড়

হতভাগা ছাড়! কোন বায়ুভুক্ কঠোর তপস্বীর আগমন। কে আপনি মহাভাগ।

আপব। ক্ষুধা—ক্ষুধা— কে তুমি চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছিনি; শতবর্ষের ক্ষুধা আর সইতে পাচ্ছিনা।

কঞ্চুকী। আসুন—আসুন—চরণাশ্রিত আমি। ওরে আসন আন। আরে হতভাগা, বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা হবে, পা টল্‌ছে ঠাকুর দাঁড়াতে পাচ্ছে না। টলে পড়্‌লো—পড়্‌লো। পড়লেই প্রাণ যাবে—ধর-ধর।

ভৃত্য। ওই হাত বার কর্‌ছে (আপবের বদন ব্যাদান ও হস্তপদের বিকৃতি)

কঞ্চুকী। সর্ব্বনাশ, ব্রহ্মহত্যা হ'ল ব্রহ্মহত্যা হ'ল। (আপবকে ধারণ।

আপব। আঃ পতন থেকে রক্ষা কর্‌লে কে তুমি?

কঞ্চুকী। আপনার দাস।

আপব। কি জাতি?

কঞ্চুকী। ব্রাহ্মণ।

আপব। (নমস্কার) এটা কি তবে রাজবাটা নয়?

কঞ্চুকী। আজ্ঞে রাজবাটীরই একাংশ। আমি রাজা শান্তনুর গৃহে কঞ্চুকির কার্য্যে নিযুক্ত আছি।

আপব। তাহলে আমাকে রাজবাটীতে নিয়ে চল। ক্ষুধা—ক্ষুধা—কি প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না।

কঞ্চুকী। আর রাজবাড়ী কেন প্রভু—দাসকে কৃতার্থ করুন। ব্রাহ্মণী! ব্রাহ্মণী! (ভৃত্যের প্রতি) শিগ্‌গীর যা; মন্ত্রী মহাশয়কে খবর দে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

কঞ্চুকী-পত্নী। (নেপথ্যে)—কি ? রাজবাড়ী যাচ্ছ যাও, যেতে যেতে ডাক্ পড়্‌ছে কেন ? আজ আর কি কোশা-কুশীর কাছে বস্‌তে দেবে না ?

ক। কোশা রাখ—রেখে এখনি হাঁড়ি ধর।

(কঞ্চুকী-পত্নীর প্রবেশ)

ক-প। ভোর বেলায় হাঁড়ি ধর ? জঠরানল এখনি জ্বলে উঠ্‌লো নাকি ?

কঞ্চুকী। আমার না---আমার না---এই দেখ ভাগ্যবতী দেখ।

ক-প। ওটা কি ?

কঞ্চুকী। হাঁ হাঁ কর কি ! ওটা নয় —ভাগ্য—ভাগ্য, জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল।

ক-প। তপস্যার ফল ? তামাসা করবার কি তোমার সময় অসময় নেই—একটা চামড়ার ভিস্তি আমার তপস্যার ফল ?

আপব। (হস্তপদ সংপ্রসার ও মুখ ব্যাদান) ক্ষুধা ক্ষুধা

ক-প। ওরে বাবা ! বু বু বু বু (কম্পন)

[পলায়ন।

কঞ্চুকী। হাঁ-হাঁ যেওনা, যেওনা ! ভাগ্য পেয়ে হারিয়োনা।

আপব। আমাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে চল।

কঞ্চুকী। এখানে থাক্‌তে আপত্তি কি প্রভু ?

আপব। সঙ্কল্প রাজবাড়ীতে অতিথি, শতবর্ষ অনশন, পুরুরাজ গৃহে পারণ-সঙ্কল্প।

কঞ্চুকী। তবে আমার সঙ্গে আসুন। হাত ধরুন—হে নারায়ণ

একি হাত না কেবল কঙ্কাল! রক্ষা কর নারায়ণ, যেন আমার হাতে ব্রহ্মহত্যা না হয়!

আপব। ক্ষুধা-ক্ষুধা—কি প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না!

কঞ্চুকী। থাম ঋষি থাম, আর ক্ষুধা বলে চেঁচিও না। তোমার বাক্যের তাড়নায়, ক্ষুধা দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ—বালকগণ

[গীত]

কেবল বলছে ক্ষুধা-ক্ষুধা মুখে তার আর কোন নেই রা।
খিদের জ্বালায় খায়গো বুঝি এমন সুখের রাজ্যটা॥
অন্নপানের অপমান একশো বৎসর ধরে,
মনের দুঃখে লক্ষ্মী গেছেন সাতসমুদ্দুর পারে
বসে বসে আর কি করে
পাঠালে মা রাগের ভরে (ওই দেখ ওই দেখগো)
দেশ জোড়া এই ক্ষুধার ব্যাধি জাহাজ ভরা কল্পনা॥
সে যে ধর্ম্ম খেলে কর্ম্ম খেলে পুণ্য খেলে জ্ঞান
ভুত ভবিষ্যৎ সকল খেলে, খেলে বর্ত্তমান

তবু খিদে মিটলো না তার
দুর্ভিক্ষ আর মহামার
মূর্ত্তি ধরে ফেলছে গালে পাচ্ছে যেথা যা
সকল খেলে সকল খেলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা ॥

চতুর্থ দৃশ্য

রাজবাটী

পরিচারকগণ।

১ম পরিচারক। ওরে মন্ত্রী মহাশয়কে খবর দে।

২য় পরিচারক। খবর দেওয়া কি, তিনি এলেন বলে।

১ম পরিচারক। কি সর্ব্বনাশ এমন ত কখন শুনিনি! শতবর্ষ পেটে অন্ন নেই, তাতেও বেঁচে আছে!

২য় প। শুধু বেঁচে আছে, হাড় ক'খানার ভেতর থেকে এমন গম্ভীর আওয়াজ বেরুচ্ছে, যে গাছ পালা বাড়ীর পাঁচিল পর্য্যন্ত কেঁপে যাচ্ছে।

১ম পরিচারক। আসতে, আসতে কোথায় গেল?

২য় পরিচারক। হাঁতড়ে হাঁতড়ে কঞ্চুকী মশায়ের ঘরে ঢুকেছে।

১ম পরিচারক। ওই আছে—ওই আস্‌ছে—

২য় পরিচারক। কি সর্ব্বনাশ, এইখানে কঞ্চুকী মহাশয়ের বড়ই

অন্যায়, ওই জোড়া তাড়া হাড়ের খাঁচাটাকে এখানে নিয়ে আস্‌ছেন। হাত ফস্‌কে যদি একবার পড়ে যায় তাহ'লে খাঁচা একবারে গুঁড়ো হ'য়ে যাবে।

১ম পরিচারক। রাজবাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা হ'ল—ব্রহ্মহত্যা হ'ল।

(কঞ্চুকি ও আপবের প্রবেশ)

কঞ্চুকী। বসুন ঠাকুর এইখানে বসুন, আর চলবেন না, একবার হোঁচট খাবেন—অমনি পড়বেন আর মরবেন।

১ম পরিচারক। একি ঠাকুর রাজবাড়ীতে কি ব্রহ্মহত্যার যোগাড় করেছ!

আপব। ক্ষুধা ক্ষুধা,—কি প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না।

কঞ্চুকী। এখনি নিবৃত্ত হবে বসুন!

২য় পরিচারক। ওই দেখ, কখানা হাড়, কিন্তু তার ভেতর থেকে ট্যাক টেকে কথা বেরুচ্চে দেখ।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। এই-এই সেই উপবাসী দ্বিজ!
যথার্থই চলিষ্ণু কঙ্কাল রাশি।
দেখি জ্ঞান হয়, প্রাণ যেন অতি ক্লেশে,
আছে বসে অস্থি আঁকাড়িয়া, কিন্তু একি হেরি!
কঙ্কালের অভ্যন্তর হ'তে স্ফুরিতেছে
কি অপূর্ব্ব জ্যোতির মাধুরী।
কেবা ইনি ছদ্মবেশী
রবিসম দীপ্ত তেজা ঋষি!

কঞ্চুকী । এই নাও মন্ত্রীবর
রাজগৃহে পূর্ণভাগ্য সচল মূরতি ধরি
ভিক্ষান্ন গ্রহণ ছলে করিলা প্রবেশ
অন্নপানে করিতে তর্পণ,
কর আবাহন ।

১মপরিচারক । বসুন ঠাকুর বসুন ।

আপব । আগে আশ্বাস দাও ।

২য়পরিচারক । ওই যিনি আশ্বাস দেবার, তিনি এসেছেন ।

সুনন্দ । সুখাসীন হ'ন্ তপোধন,
শ্রীচরণ রেণু আজ কৃপা করে পূরীতে পড়িল
হস্তিনা হইল ভাগ্যবতী ।

(আপবের উপবেশন)

কঞ্চুকী । ধৌম্য তপোধনে এ শুভ সংবাদ দিতে
চলিলাম আমি । পুরুবংশ পুরোহিত মুনি
প্রত্যেক মঙ্গল কার্য্যে—
যোগদানে তাঁর অধিকার ।

[প্রস্থান ।

আপব । ক্ষুধা ক্ষুধা—
প্রচণ্ড ক্ষুধার বহ্নি সুতীব্র শিখায়
দগ্ধ করে জঠর আমার
শতবর্ষ উপবাসী ব্রতধারী প্রায়োপবেশনে ।
ব্রতান্তে ক্ষুধার্ত্ত আমি । করেছি মনন

পুরুরাজ গৃহে আজ করিব পারণ।
এস সুমঙ্গল দাও পাদ্য—দাও অর্ঘ্য
মোরে। নয়নে জ্যোতির হানি, কেবা তুমি
নাহি জানি। গৃহস্বামী যদ্যপি ধীমান্—

সুনন্দ। গৃহস্বামী নহি মহামতি।

আপব। নহ গৃহস্বামী?

সুনন্দ। আমি তুচ্ছ ভৃত্য তার।

আপব। যদি নহ গৃহস্বামী।
সত্বর সংবাদ দাও তারে।

সুনন্দ। গৃহস্থের সর্ব্বভার সঁপিয়া আমারে, নরেশ্বর
এইমাত্র মৃগয়া বিলাসে ত্যজেছেন
হস্তিনা নগরী। অনুমতি কর প্রভো!
এ দাস সেবিবে শ্রীচরণ,
ধন্য হ'ক জনম আমার।
একি! আসন ত্যজিছ
কেন প্রভো!

আপব। ক্ষুধানল হ'লনা নির্ব্বাণ
বৃথা হেথা আগমন, হ'লনা পারণ।

সুনন্দ। দাসের কি অপরাধ প্রভো!

আপব। অপরাধ! কিছু নাহি মহাভাগ,
আছে মোর ব্রত
গৃহী শূন্য মাঝে আতিথ্য না লই।

সুনন্দ । ক্ষুধার্ত্ত অতিথি গৃহে লয়েছে আশ্রয়,
অভুক্ত তাহারে আমি কেমনে ছাড়িব !

আপব । ভাল গৃহী যদি নাই, আসুন গৃহিণী
তাঁর পতির হইয়া, আসিয়া করুন
সতী অতিথি সৎকার ।

সুনন্দ । কি বলিব দেব,
প্রভু মোর এখনও কুমার ব্রতধারী ।

আপব । হায় কি করেছি ! কোথায় আতিথ্য লতে
করেছি মনন ! জঠর অনল মোর
করিতে নির্ব্বাণ, দগ্ধ মরুভূমি বক্ষে
লইনু আশ্রয় ! অনাহারী
ব্রতধারী বসেছিনু সুমেরুর তলে
ব্রতান্তে এসেছি আমি পৌরবের গৃহে,
আতিথেয় ভক্তিমান, ছিল মোর জ্ঞান ।
তাই হে ধীমান ! করিতে ক্ষুধার শান্তি
এসেছি হেথায় । নিষ্ফল আগম মোর,
হ'লনা ক্ষুধার শান্তি । গৃহ শোভা করি
দেবী যদি রহে গৃহে, তবে শাস্ত্র দেয়
তার গৃহ অভিধান—নতুবা শ্মশান ।
নিষ্ফল আগম, হ'লনা ক্ষুধার শান্তি
রাজগৃহ অশান্তি নিলয়, রসহীন
অন্ন হেথা । (উঠিয়া) ক্ষুধা ক্ষুধা প্রচণ্ড পিয়াসা

গেল গেল জ্বলে গেল উদর আমার
নিরাশে দ্বিগুণ তৃষ্ণা, বক্ষ গেল জ্বলে।

সুনন্দ। ভৃত্য আমি, গৃহরক্ষী, আমারে করুণা
কর প্রভু। মহারাজা আছেন অদূরে
জাহ্নবীর তীরে! আমি সন্ধানে চলিনু।

আপব। কিবা প্রয়োজন? মৃগয়া বিলাসী
তামস ব্যসনে রত রাজা। ব্রহ্মচারী
ব্রতধারী নহেত সে তপস্যায় রত!
সংস্কার বিহীন যুবা শুনিনু যখন,
আর তারে কিবা প্রয়োজন?

সুনন্দ। যাহা কিছু
আছে বলিবার
বিধিজ্ঞ সম্রাট তিনি—
আপনি বিধাতা সমজ্ঞানী—যাহা কিছু আছে
বলিবার, বলো দ্বিজ সম্মুখে তাহার।

আপব। কিছুমাত্র নাহি বলিবার দিব্যচক্ষে
করি দরশন দীনমূর্ত্তি ক্ষীণ দেহ
অগণ্য নৃপতি পৌরব রাজর্ষিগণ
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত সবে আমারি মতন
চেয়ে আছে এ দুর্ব্বৃত্ত বংশধর পানে;
আঁখি জল দরদর ঝরিছে নয়নে
পুণ্যময় তনু হতেছে কৃশানু দগ্ধ

পিণ্ডলোপ ভয়ে সবে কাঁপে । মহাপাপে
পবিত্র পুরুবংশ গেল বুঝি ডুবে ।
যে মহাত্মা জনকের তৃপ্তির কারণ
কঠোর বার্দ্ধক্য তাঁর করিল গ্রহণ,
তাঁর বংশে হেন কুলাঙ্গার, এ ভবনে
সলিল গ্রহণ, শাস্ত্রে করে নিবারণ,
দ্বিজ আমি, শাস্ত্রধন সম্বল আমার
শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘিবারে নারি ।

সুনন্দ । কি করিব, বল
নারায়ণ ! দারুণ সমস্যা ভার শিরে,
গৃহরক্ষী সচিব প্রধান আমি হেথা
আছি বর্ত্তমান, আমার সম্মুখে দ্বিজ
পৌরবের সর্ব্বপুণ্য করি আহরণ
ক্ষুধাতুর অবসন্ন দেহে আলিঙ্গিতে
প্রত্যক্ষ মরণ, চলে যাবে ' পুণ্যময়
পুরুবংশ শিরে ইতিহাস ভারে ভারে
কলঙ্ক ঢালিবে ! আমার ক্লীবত্ব তার
সঙ্গে রবে গাঁথা । কি কার্য্য আমার !
এই কার্য্য সার—চরণ বাঁধিব, কোন মতে দ্বিজে
অভুক্ত যাইতে নাহি দিব ।

(পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন)

আপব । একি কর ?

সুনন্দ । এই যদি শাস্ত্রের বিধান, তবে শুন
মতিমান, গৃহস্থের প্রতিনিধি রূপে
অভয় চরণ দুটী আবদ্ধ করিনু ;
এতে যদি মৃত্যু হয়, আসুক মরণ ।
এতে যদি ধর্ম্ম যায়, তবে আজ
তাহা যাক্ রসাতলে ।

আপব । বৃথা ভদ্র, বদ্ধ কর মোরে,
হেথা আমি জলবিন্দু না করিব পান ।

সুনন্দ । নাহি প্রয়োজন—রাজারে আনিব,
আপনারে তার করে অর্পণ করিব,
বক্তব্য যা আছে তব, বোলো তার কাছে ।
পুরুবংশ ধ্বংসে প্রভো আমারে ক'র না
তুমি নিমিত্তের ভাগী ।

আপব । অপেক্ষায় রব কতক্ষণ ?

সুনন্দ । কতক্ষণ ?
দিন—শেষ লইনু সময় :
যতক্ষণ সূর্য্যদেব অস্ত নাহি যায়
ততক্ষণ রহ ঋষি ।

আপব । এ গৃহে না রব ।

সুনন্দ । আছে ধৌম্য তপোধন সর্ব্বশাস্ত্রে
বিশারদ মহামতি পবিত্র মূরতি ;
এস প্রভু লয়ে যাই তাঁর সন্নিধানে ।

আপব। ধর ধর— সাবধানে লয়ে চল মোরে।
ক্ষুধা ক্ষুধা কি প্রচণ্ড ক্ষুধার প্রহার।
ওরে জঠর হইল ক্ষার ভীমানলে,
সমস্ত কঙ্কাল মোর জলে। কোথা আছ
করুণা নিধান। কোথা আছ দয়াময়ী
অন্নপূর্ণা কর অন্নদান।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ।

পুরবাসিনীগণের প্রবেশ ও গীত।

মঙ্গল কর মঙ্গলময় বিঘ্ন বিপদ নাশিয়ে
পড়েছি বিপদে র'খ হে শ্রীপদে মঙ্গলময় আসিয়ে॥
সকলি আঁধার হউক আলোক
মিলে যাক্ আজ দ্যুলোক ভূলোক
তোমার চরণ করিয়া পরশ উঠুক পুষ্প হাসিয়ে;
সরে সরে কেন থাক দূরে আর
এস গো সাকার এস নিরাকার
তোমার স্বরূপ মুরতি প্রভু উঠুক নয়নে ভাসিয়ে।

ধৌম্য। নিশ্চিন্ত হও পুরবাসী, দেবতার যেরূপ ইঙ্গিত অনুভব করলুম, তাতে শীঘ্রই মহারাজকে বিবাহিত হতে হবে বুঝ্তে পারছি!

১ম-স্ত্রী। তাই বলুন ঠাকুর! মহারাজকে উন্মনা দেখে আমরা কেহই তুষ্ট হতে পারছি না।

১ম-পু। জ্যেষ্ঠ দেবাপি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, কনিষ্ঠ বাহ্লীক মাতামহ কুলে পুত্র বলে গৃহীত হয়েছেন, অবশিষ্ট উনি। মহারাজ প্রতীপের একমাত্র বংশধর। পৌরব বংশের ঋণ শোধ আমাদের মহারাজকে করতেই হবে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। পুরোহিত আছেন? পুরোহিত আছেন?

ধৌম্য। আছি দ্বিজবর। এমন ব্যাকুল ভাবে এখানে এলেন কেন?

কঞ্চুকী। ব্যাকুল করেছে—বড়ই ব্যাকুল করেছে। রাজ্যে হঠাৎ এক বিপদ উপস্থিত।

সকলে। বিপদ!

কঞ্চুকী। বড়ই বিপদ। এক ঋষি আজ রাজগৃহে অতিথি।

ধৌম্য। সে ত সৌভাগ্য—তবে বিপদ বলছেন কেন?

কঞ্চুকী। এই শুনলেই বুঝতে পারবেন। আপনার শোনা আছে কি, এক ঋষি এক সময় অষ্টবসুকে অভিশাপ দিয়েছিলেন?

ধৌম্য। শুনেছি। তাঁর নাম আপব বশিষ্ট। সুমেরু পর্ব্বতে তাঁর আশ্রম ছিল।

কঞ্চুকী। সেই—সেই ঋষি। তিনি আজ সকাল বেলায় হস্তিনার ঘাড়ে চেপেছেন।

১ম-স্ত্রী। তাহ'লে ত হস্তিনার বড়ই সৌভাগ্য কঞ্চুকীমশায়।

কঞ্চুকী। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, তোমরা সকলেই বোঝ; শাপ

দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋষিরও তপস্যার হানি হয়। সেই ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি শত বৎসর উপবাস ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

১ম-স্ত্রী। একি বল্‌ছেন কঞ্চুকি মশায়, শতবর্ষ উপবাস কি ?

১ম-পু। একেবারে পেটে অন্নজল কিছু ঢোকেনি ?

কঞ্চুকী। কিছু না—এই দীর্ঘকাল ঋষি আছেন শুধু বায়ু আহার করে।

১ম-স্ত্রী। শুধু বায়ু আহার করে বেঁচে আছেন ?

কঞ্চুকী। তাইত দেখছি।

ধৌম্য। সাধারণ মানুষের কথা নয়, এ ব্রহ্মর্ষির কথা। ঋষিতে সকলই সম্ভব।

কঞ্চুকী। বেঁচে আছেন কিন্তু আর বড় বেশীক্ষণ থাকেন না। ব্রত শেষে তিনি রাজবাড়ীতে পারণ কর্‌তে এসেছেন। এসেছে চামড়ার মতন একটা যেন কি ঢাকা ক'খানি জোড়া লাগা হাড়। কিন্তু তা বুঝি আর থাকে না। রাজবাড়ীতেই বুঝি হাড় ক'খানার গ্রন্থি খুলে যায়! মন্ত্রী মশায় ও আমি তাঁকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি। রাজা নেই, এখন আপনার উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন হয়েছে।

১ম স্ত্রী। তাইত ঠাকুর, এ যে বিপদেরই কথা—এখন একশ বছরের অন্ন তাঁর পেটে ঢুক্‌তে পার্‌লে তবে ত হাড়ে মাসে জোড়া লাগ্‌বে! ও পুরোহিত ঠাকুর যান্ যান্।

ধৌম্য। আমি গিয়ে কি করবো। আমি সকাল বেলায় পূজো অর্চ্চা করে ব্রহ্মহত্যা দেখ্‌তে যাবো ?

কঞ্চুকী। রাজা নেই,—আপনি পুরোহিত। আপনি না থাক্‌লে তাঁর পরিচর্য্যা কর্‌বে কে ?

ধৌম্য । পুরোহিত বলে কি চোরদায়ে ধরা পড়েছি ? রাজার হয়ে কি আমাকে ঋষি মরার দৃশ্যটা দেখ্‌তে হবে ?

১ম-স্ত্রী । না—না—অমন কাজ করবেন না ।

সকলে । কদাচ করবেন না ।

ধৌম্য । না না কঞ্চুকি, আমি যেতে পারবো না ।

(সুনন্দের প্রবেশ)

কি সংবাদ ?

সুনন্দ । সংবাদ কঞ্চুকী মশায়ের কাছে বোধ হয় শুনেছেন । না শুনে থাকেন, শুন্‌বেন । আমি এখন রাজার অন্বেষণে যাব । ঋষি রাজা না থাক্‌লে রাজপ্রাসাদে অন্নজল গ্রহণ করবেন না । সুতরাং রাজাকে যেখান থেকে হক্‌ ধরে আন্‌তেই হবে । সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁকে থাকতে প্রতিশ্রুত করিয়ে চলে এসেছি । আপনি শীঘ্র গৃহে যান, তাঁকে আপনার গৃহে রেখে চলে এসেছি ।

ধৌম্য । সর্ব্বনাশ, একি কর্‌লে—আমার ঘরে ব্রহ্মবধের ব্যবস্থা !

সুনন্দ । কি করবো ? তাঁকে রাখবার আর যোগ্য স্থান পেলুম না ।

ধৌম্য । সর্ব্বনাশ কর্‌লে—সর্ব্বনাশ কর্‌লে ।—এ তোমার ষড়যন্ত্র ।

সুনন্দ । তিরস্কার এর পরে কর্‌বেন, এখন গৃহে যান । যতক্ষণ রাজাকে না নিয়ে ফিরি, ততক্ষণ কাছে বসে তাঁর পরিচর্য্যা করুন । আমি আর দাঁড়াতে পার্‌লুম না ।

[প্রস্থান ।

ধৌম্য । শোন মন্ত্রী, শোন । আমাকে বিপদে ফেলে যেয়োনা । ব্রাহ্মণকে আর কোথাও রাখবার ব্যবস্থা কর ।

কঞ্চুকী। ব্যবস্থা মন্ত্রী ঠিক করেছেন। আপনি ঘরে যান।

ধৌম্য। তারপর ব্রাহ্মণ যদি ঘরে মরে।

১ম-স্ত্রী। মরে কি? এতক্ষণ গিয়ে দেখুন সে মরেছে।

ধৌম্য। শত্রুতা শত্রুতা।

[প্রস্থান।

১ম-স্ত্রী। যাঃ ঠাকুরের এতকালের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হয়ে এল।

১ম-পু। দুঃখ রাখ ঠাক্‌রুণ! এখন গিয়ে যে যার ঘরের দোর বন্ধ কর! যদি পুরুতঠাকুর তাঁকে ঘরে ঠাই না দেন, তাহলে ফুস্ করে আর কার ঘরে ঢুকে পড়বে।

২ম-স্ত্রী। ঢুকবে—আর মর্‌বে।

সকলে। তা হলে চল চল শীঘ্র চল।

কঞ্চুকী। যা বলেছ, বিপদই বটে; আমিও ত আর তাকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে সাহস কচ্ছি না। ঘরে অনাহারে ব্রাহ্মণ মলে সর্ব্বনাশ।

সকলে। চল চল, যে যার ঘরের দোর বন্ধ কর।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রান্তর।

পরশুরাম উপবিষ্ট, বিলাস-রঙ্গিণীগণ।

(গীত)

তরুণী তরুণ মিলন রঙ্গ চারিধারে ঘেরা ভয়
যে যার পরশ পিয়াস ব্যাকুল চুপি চুপি কথা কয়।
চুপি চুপি আসে মলয় সরস চুপি চুপি নড়ে লতা
চুপি চুপি সরে কুসুম গন্ধ চুপি চুপি ঝরে পাতা,
পরশ পরশে সাধে গো
পরশ পরশে বাঁধে গো
অবশ আলসে দুঁহু বাহু পাশে
সঘন নিশাসে অনল বয়।
দেখিতে এসেছে রজনীনাথ কুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে
ঝিল্লির ঝিঁ ঝিঁ একক মুখর সঙ্গীতে ছবি আঁকে
হৃদয় হৃদয়ে যাচে গো
পুলকে পুলকে নাচে গো
যেয়োনা নেয়োনা ওদিকে চেওনা
হোক না পরশে পরশে লয়
হোক না ধরণী বিরামকুঞ্জ পরশ বিলাসে মধুময়।

সকলে। ওরে আগুন—আগুন।

[প্রস্থান।

পরশু । দূর হ—দূর হ্‌ । একি বীভৎসতা ! একি দেখলেম মা ।

(দ্যুতির প্রবেশ)

দ্যুতি । দেখেছেন ঋষি ?

পরশু । দৃষ্টি যন্ত্রণাদায়ক এমন দৃশ্য আর কখন দেখিনি ।

দ্যুতি । যে হেতু এতকাল আপনি চোখ বুজে ছিলেন ।

পরশু । তা ঠিক, একযুগ পরে আমি চক্ষু উন্মীলন করেছি ; কিন্তু উন্মীলনের পরেই এই বীভৎসতার রঙ্গ দেখে আমার মনে হচ্ছে চোখ চেয়ে ভাল করিনি ।

দ্যুতি । অর্থাৎ আমি চোক বুজে থাকি, আর ওরা দেশের উপর অবাধে রাজত্ব করুক ।

পরশু । ওরা কারা ?

দ্যুতি । এইত একযুগ ধরে চক্ষু বুজে ছিলেন । আবার ওদের পরিচয় শুনে আর একযুগ ধরে কি কানে আঙ্গুল দিয়ে থাকবেন ।

পরশু । তুমি কি বল্‌তে চাও, এ আমার স্বার্থপরতা ।

দ্যুতি । নিশ্চয় একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন ঋষি, একযুগ চক্ষু মুদে ছিলে—অবশ্য এ সারা যুগ দৃষ্টি তোমার অলস ছিল না—সে কাউকে না কাউকে খুঁজেছে ?

পরশু । আমাকেই খুঁজেছে ।

দ্যুতি । তাকেই জিজ্ঞাসা করনা কেন ?

পরশু । তাঁকে খুঁজে পাইনি ।

দ্যুতি । বলেন কি ?

পরশু । খুঁজে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে আবার চোখ মেলেছি ।

দ্যুতি। শুনে আনন্দ হ'ল ঋষি ?

পরশু। আমাকে আত্মহারা দেখে তোর আনন্দ হলো !

দ্যুতি। এইত বল্‌লুম।

পরশু। তাহ'লে তুইও বুঝি ওদের সঙ্গিনী।

দ্যুতি। এখনও হইনি ঋষি ! কিন্তু আর বুঝি সঙ্গিনী না হয়ে থাক্‌তে পারি না। ওরা প্রচণ্ড বলে আমাকে আকর্ষণ কর্‌ছে।

পরশু। ওরা কারা ?

দ্যুতি। বলে লাভ !

পরশু। অন্ততঃ তোমাকে ওদের কবল থেকে মুক্ত কর্‌তে আমি চোখ মিলে থাকবো।

দ্যুতি। ওরা নয়—এক অসাধারণ শক্তির অসংখ্য মূর্ত্তি—তার নাম লালসা। তারই ইঙ্গিতে এখন সারা দেশটা চল্‌ছে !

পরশু। এদেশের নাম কি ?

দ্যুতি। আপনি জানেন না ?

পরশু। জান্‌লে জিজ্ঞাসা করব কেন মা। এইত বললুম আমি আত্মহারা !

দ্যুতি। দেশাংশের নাম বলবো ?

পরশু। না সমগ্র দেশের নাম বল।

দ্যুতি। কুরুক্ষেত্র ?

পরশু। রাজা ?

দ্যুতি। আপনি কি তাকে শাসন করবেন ?

পরশু। নিশ্চয় ! তুমি তার নাম বল ?

দ্যুতি। আপনি আত্মহারা এইবারে বুঝতে পারলুম ঋষি। দেশে রাজা থাক্‌লে কি রাজ্যে এমন ব্যভিচারের স্রোত বইতে পারে।—দেশ এখন অরাজক।

পরশু। রাজা ছিলেন কে?

দ্যুতি। বললে কি করবেন?

পরশু। তাকে ফিরিয়ে আনবো।

দ্যুতি। ঠিক?

পরশু। না পারি, এই সব বীভৎসতা দর্শনের সমস্ত জ্বালা আমি নিজের দৃষ্টিতে আবদ্ধ করবো।

দ্যুতি। আপনায় কে ফিরিয়ে আনবে ঋষি? এই ত বল্‌লেন, আপনার আমিটাকে খুঁজে পান্‌নি।

পরশু। সত্যই ত বালা, কেবা আমি? কোথা আমি? কেন আমি এ প্রচণ্ড ত্রিতাপে জর্জ্জর?

দ্যুতি। তবে কে তাকে ফিরিয়ে আন্‌বে ঋষি? দেশের নাম কুরুক্ষেত্র, অধিপতির নাম ধর্ম্ম।

পরশু। হাঁ? তাঁকে রাজ্যচ্যুত করলে কে?

দ্যুতি। বলব ঋষি? সাহস করে শুন্‌তে পারবে?

পরশু। বল—আমি শোনবার জন্য প্রস্তুত হলুম।

দ্যুতি। কখন কি শুনেছ ঋষি, এক ব্রাহ্মণ তাঁর পিতৃহত্যার প্রতি-শোধ নিতে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন?

পরশু। দেবী?

দ্যুতি। এই ধর্ম্মক্ষেত্রের অধিপতিকে সিংহাসন-চ্যুত করেছ তুমি।

পরশু । বিরাট অনল সিন্ধু প্রলয় গর্জ্জনে
ওই তার যুগপিষ্ট পরাপর হ'তে
স্মৃতি আনে করিয়া বহন ।

দ্যুতি । কেবা তুমি,
কোথা তুমি, কেন তুমি ত্রিতাপে জর্জ্জর,
এইবারে বুঝিলে কি ঋষি ?

পরশু । ওই তার
পশ্চাতে পশ্চাতে অনন্ত বিস্তার লয়ে সাথে
অনন্ত আগ্নেয়শৈল ফুৎকারের মত
ছুটে আসে কি বিরাট হাহাকার !

দ্যুতি । পতিহারা, পুত্রহারা সংসারে সকল-
হারা নারী, সংগোপনে বসিয়া বসিয়া
নীরবে যে করেছে ক্রন্দন, হে ব্রাহ্মণ !
জীব তাহা না শুনিতে পারে, কিন্তু ঋষি,
তা শুনিতে কেহ কি ছিল না ত্রিভুবনে ?

পরশু । ছিল, আছে, রবে চিরদিন, ত্রিভুবন
ভিতরে বাহিরে তার স্থান ।
ওই সেই হাহাকার !
বক্ষস্থলে অনন্ত যাতনা মূলে নিশ্চল আসনে
যতনে রক্ষিত ওই আমিত্ব আমার ।
পেয়েছি সন্ধান যুগ-যুগ পরে
তোমারি কৃপায় দেবি !

দ্যুতি। ঋষি ! আমি মিথ্যা বলেছি ?

পরশু। না তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। বার বার ক্ষত্র-সংহারে অগণ্য ক্ষত্রিয় রমণীকে অনাথা ক'রে আমিই ধর্ম্মকে সিংহাসন চ্যুত করেছি। অবাধ ব্যভিচারে জাতীয়ত্বের অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করেছে।

দ্যুতি। উপায় ?

পরশু। এখনও আছে।

দ্যুতি। কপট ধর্ম্মের আবরণ মধ্য দিয়ে ব্যভিচারের স্রোত সমস্ত দেশকে গ্রাস করেছে। কোথা উপায় ঋষিরাজ ?

পরশু। উপায় আমারই সম্মুখে। বসুপত্নী! তোমার স্বামীকে আমাকে ভিক্ষা দাও, আমি পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করি। প্রতিষ্ঠায় কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করি। কারা ও কেঁদে উঠলো ?

(নেপথ্যে রোদন-সঙ্গীত)

দ্যুতি। বুঝতে পারলেন না ঋষি !

পরশু। যতক্ষণ না তোমাকে দক্ষিণা দিতে পারছি, ততক্ষণ পূর্ণ-জ্ঞানে আমার অধিকার কই !

দ্যুতি। ওরা ধর্ম্ম-পত্নী কীর্ত্তি, শ্রী, সরস্বতী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা।

পরশু। ওদের আশ্বাস দাও—আমি গঙ্গায় স্নান করতে চললুম—সন্ধ্যায় ফিরে তোমার করে মা, আমি অমর-আশ্বাসের অঞ্জলি দিতে প্রতিশ্রুত হলুম।

[প্রস্থান।

দ্যুতি। আর ক্রন্দন কেন, আশ্বস্ত হও ভগিনীগণ, আবার ঋষিমুখে ভারতে আশ্বাসবাণী ফিরে এসেছে।

ধর্ম্মপত্নীগণের প্রবেশ

(গীত)

হেথা যবে বিজনবনে—প্রথম জাগিল রবি
জাগিয়া উঠিল প্রথম বহ্নি
সঙ্গে জাগিল জাহ্নবী।
ওই পারে ছিল বসিয়া তারা
এ পারে নীরব ধরা।
নিশ্চল ছিল নীল চেলাঞ্চল
বদ্ধ নয়ন ধারা
সহসা প্রণবে পূরে অরণ্য
চকিতে পূরিল বিশাল শূন্য
হ'লরে জগৎ জীবন ধন্য
অনলে।ঝরিল হাঃ
ভাসে সোমরসে সাম গান
প্রকৃতি আঁখিল ছবি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গঙ্গাতীর

শান্তনু ও হোত্রবাহন

শান্ত। একি হ'ল সখা, আজ আমার সমস্ত শর-সন্ধান ব্যর্থ হ'ল কেন?

হোত্র। সমস্ত শর-সন্ধান ব্যর্থ হল!

শান্ত। সমস্ত বনের চারধারে অসংখ্য জন্তু বিচরণ ক'রছে; অথচ একটা ক্ষুদ্র শশকও বাণ বিদ্ধ ক'রতে পারলেম না।

হোত্র। তার অর্থ আছে।

শান্ত। কি অর্থ সখা? বাণ নিক্ষেপ-শিক্ষার আরম্ভ থেকে আজও পর্য্যন্ত একটা শরও ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু আজ হ'ল। শুধু হ'ল নয় এতগুলো শর ত্যাগ করলুম, একটা জন্তুর দেহও স্পর্শ করলে না। আমি নিজের কাছেই লজ্জিত হচ্ছি। তুমি ভিন্ন আজ যদি আর কাউকেও সঙ্গে আনতুম, তাহলে তার কাছে মুখ তুলতে পারতুম না।

হোত্র। ও ঠিক হয়েছে।

শান্ত। কি ঠিক হয়েছে ব্রাহ্মণ?

হোত্র। আপনি কোন্ কোন্ জন্তুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন?

শান্ত। প্রথমে একটা মত্ত মাতঙ্গকে দেখে শর নিক্ষেপ করি।

হোত্র। (হাস্য) ঠিক হয়েছে,—একে মত্ত, তাতে মাতঙ্গ! তারপর?

শান্ত। ঠিক হ'ল কি?

হোত্র। সে যা ঠিক—সে নির্ঘাত ঠিক। তারপর কি জন্তুকে বাণ মেরেছিলেন।

শান্ত। তারপর এক সিংহ।

হোত্র। ঠিক মিলে গেছে; (হাস্য)

শান্ত। আরে পাগল;—মিলে গেল কি?

হোত্র। দেখুন মহারাজ, এ রকম করে রাগলে আমাকে চুপ করতে হবে। সুতরাং এর অর্থ আর আপনার জানা হ'বে না।

শান্ত। বেশ, কি অর্থ বল।

হোত্র। তার পর কি জন্তু শিকার করতে গিয়াছিলেন?

শান্ত। তারপর—তারপর, ওঃ মনে পড়েছে, একটা হরিণ।

হোত্র। একদম ওপরে উঠে গেছে!

শান্ত। কি বিটলে ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে রহস্য করছ?

হোত্র। আবার ক্রোধ—আবার ক্রোধ? তাহলে আবার আমি চুপ।

শান্ত। আচ্ছা আর ক্রোধ করব না!

হোত্র। ও রকম ক'রে ক্রোধ করলে (ওষ্ঠে হস্ত দিয়া নীরব হবার ভয় দেখাইল) তাহলে অর্থ আর আপনার জানবার উপায় থাকবে না।

শান্ত। বেশ অর্থ টা কি বল!

হোত্র । আপনি প্রেমে পড়েছেন ।

শান্ত । প্রেমে পড়েছি ?

হোত্র । প্রচণ্ড প্রেম ! সে একেবারে তিন লাফে মগজে উঠেছে । প্রথমে গজ, তারপর সিংহ, তারপর একেবারে হরিণ ।

শান্ত । প্রেমটা কি আমার গজের সঙ্গে ঠাওর করলে না কি ?

হোত্র । চুপ মহারাজ ! চুপ ; বাজে কথা কয়ে আগন্তুক প্রেমটাকে তাড়া দেবেন না । প্রেম দুর্জ্জয় । তবে কিঞ্চিৎ অসময়ে এসেছে । তা আসুক—তবে মাঝখান থেকে গরুড় বেটা ফাঁক পড়ে গেছে । তা পড়ুক—প্রেমটা আপনার বড়ই দুর্জ্জয়, তবে কিনা কটীদেশ থেকে লাফ মারতে গিয়ে বেটার ট্যাং খোড়া হয়ে গেছে ।

শান্ত । তা মাঝখান থেকে গরুড় বেটা ফাঁক পড়ে গেল কেন সখা ?

হোত্র । বরাত বরাত ! আজন্ম গোলকে বাস, ক্ষীর সমুদ্র যেখানে অষ্ট প্রহর ঢেউ খেলছে, ক্ষীরেলা চন্দ্রপুলি প্রভৃতি মৎস্য যে সমুদ্রে দিবারাত্র লাফাচ্চে, সেই স্থানে বাস করেও ছোলা খেয়ে তার জন্ম গেল—কবি বলেছেন—

নাভি বিবর সনে লোমলতা বলি—
ভুজগী নিশ্বাস পিয়াসা
নাসা খগপতি চক্ষু ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা ॥

শান্ত । বুঝতে পেরেছি ব্রাহ্মণ, তোমার কথার অর্থ বুঝেছি । তুমি মনে করেছ আমি কোন বরবর্ণিনী রমণীতে, আসক্ত হয়েছি । তার গজের ন্যায় গতি, কেশরীর ন্যায় ক্ষীণ মধ্য—হরিণের—

হোত্র। বস- -বস্ মহারাজ, আর হরিণের কাছে যাবেন না ঠ্যাং খোড়া হয়ে যাবে।

শান্ত। তার হরিণের ন্যায় চক্ষু—

হোত্র। পড়ে যাবেন—কটীদেশ থেকে একেবারে চক্ষু মধ্যের দেশ সমতল নয় পড়ে যাবেন। পড়লেই গরুড়ের চঞ্চু—সুন্দরীর নাকরূপে আপনাকে নস্য করে ফেলবেন।

শান্ত। তুমি মনে করেছ যে সেই রমণীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি বলে আমি লক্ষ্য স্থির রাখতে পারছি না। তা যে আমার হবার যো নেই সখা! কোন রমণীর মুখ দেখবার আমার অধিকার নেই।

হোত্র। অধিকার নেই মহারাজ!

শান্ত। না সখা, রাজরাজেশ্বর হয়েও আমি নারী-মুখ দর্শনের অধিকার হতে বঞ্চিত।

হোত্র। কি অপরাধে মহারাজ?

শান্ত। পিতার আদেশ।

হোত্র। কই একথা ত আমার কাছে একদিনও প্রকাশ করেন নি।

শান্ত। প্রকাশ ক'রে কোন ফল নেই ব'লে করিনি।

হোত্র। সখা বলে যখন সম্বোধন করেন—তখন আমাকে একথা বলা উচিত ছিল। জানলে এই গভীর তত্ত্ব-কথা নিয়ে আপনাকে রহস্য করতুম না।

শান্ত। তাতে কি আমি ক্রোধ করেছি?

হোত্র। আপনি না ক্রোধ করতে পারেন কিন্তু আমি ক্রোধ করছি।

এক অরসিককে রসের কথা শুনিয়ে আমি শাস্ত্রের অবমাননা করলুম। কবি বলেছেন :--

অরসিকে রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ।

শান্ত। না সখা, ক্রোধ ক'রনা।

হোত্র। এমন অরসিক জানলে কি আপনার সঙ্গে বনে আসি। আপনি মৃগমহিষাদি বধ ক'রে স্ফূর্ত্তি করতে পারেন। আমার স্ফূর্ত্তি করবার কিছুই নেই—গাছের গোড়ায় কামর মেরে কিছু পেটের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। তাই দুটো রসের কথা ক'য়ে মনের জ্বালা নিবারণ করছিলুম। তাতেই বাদ। দূর ছাই, রাজাই যখন রসহীন, তখন গঙ্গায় গা ভাসান দেওয়াই দেখ্‌ছি আমার উচিত।

শান্ত। আরে ছি! বামুন হ'লেই কি এত পেটুক হতে হয়?

হোত্র। আর রাজা হলেই কি পেটে চড়া পড়তে হয়?

শান্ত। সত্য সখা—এমনটা হ'ল কেন? কখনও আমার সন্ধান ব্যর্থ হয় নি!

হোত্র। প্রেম প্রেম— ও আর কিছু নয়।

শান্ত। প্রেম কি?

হোত্র। প্রেম-প্রেম আবার কি? আন্তরিক ব্যাধি। কচি খোকার চাঁদ দেখলে প্রেম হয়, আর রাজপুত্রের মৃগয়া করতে এসে, মৃগ দেখলেই প্রেম হয়।

শান্ত। ও প্রেম-টেম আমি বুঝি না!

হোত্র। ও বোঝবার দরকার করে না---ও বুঝলেও প্রেম—না বুঝলেও প্রেম; তবে না বুঝে প্রেমের রসটা কিছু বেশি। আপনার প্রেমটা কি

জানেন মহারাজ ; যেমন সবিরাম জ্বর। আগে ক্ষিদে—দুরন্ত ক্ষিদে—মনে হ'ল যেন নাড়ীশুদ্ধ হজম হয়ে গেল। তারপর যেই একপেট খাওয়া অমনি দুর্জ্জয় কম্প! মহারাজ! প্রেম আপনার আগে হ'য়ে গেল এখন প্রেয়সীর অন্বেষণ করুন।

শান্ত। দেখ সখা, আকাশে শ্বেতবর্ণ মেঘ যেন পদ্মপুষ্পের আকার ধারণ করেছে।

হোত্র। আর বেশীক্ষণ চাইবেন না ; পদ্মফুলের পরিবর্ত্তে এখনি সর্ষে ফুল দেখবেন। এখন দেখছি প্রেম সকলের ধাতে সয় না।

শান্ত। আরে না পাগল, সে জন্য নয়—কিসের জন্য তাহ'লে তোমাকে বলি। আমার পিতা মহাতপা রাজর্ষি প্রতীপ নশ্বর দেহ ত্যাগের সময় আমায় ব'লেছিলেন, "তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত পূর্ব্বকালে এক দিব্য রমণী আমার কাছে এসেছিলেন। সেই নিরুপম রূপবতী যুবতী তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করবার জন্য যে কোন এক দিন শুভক্ষণে তোমার নিকটে আস্‌বেন। আমি তাঁকে পুত্রবধূ ব'লে স্বীকার করেছি। যতদিন তিনি না আসেন—ততদিন তুমি অন্য রমণীর মুখাবলোকন ক'র না। তুমি তাকে পরিণীতা ভার্য্যা বলেই জেনে রাখ এবং ইহাও জেনে রাখ—তিনিই তোমার পাটরাণী।

হোত্র। বটে! এ যে বিষম কথা মহারাজ! শুনেছি মহারাজ প্রতীপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে বহুকাল গঙ্গাতীরে বাস ক'রে সস্ত্রীক তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যার ফলে অতি বৃদ্ধ বয়সে তিনি আপনাকে পুত্র স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তার সময়ে যিনি এসেছিলেন ;—অবশ্য ভাবে বোঝা যাচ্ছে তখন তিনি অনিন্দিতাঙ্গী, সাতিশয় লোভনীয়া, সুমুখী, বরবর্ণিনী গজগামিনী।

শান্ত। কি বলতে চাও একেবারে বল।

হোত্র। আ!—এমন নীরস পুরুষকে বরণ করবার জন্য হাজার বৎসর আগে বায়না দিয়ে রাখে—এমন নীরসা কর্কশা—প্রেমবসা?

শান্ত। তুমিত বলতে চাচ্ছ—সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যিনি যুবতী সুন্দরী, সহস্র বৎসর পরে তিনি বিগত যৌবনা-বৃদ্ধা-শ্রীহীনা—কেমন এই কথা ত বলবে?

হোত্র। এ কথা শুধু আমি বলবো কেন মহারাজ! পৃথিবীর বোকার তলা থেকে আরম্ভ ক'রে বুদ্ধিমানের ডগা পর্য্যন্ত যাকে জিজ্ঞাসা করবেন, সেই একথা বলবে।

শান্ত। শুনলে না তিনি দিব্যাঙ্গনা—ইচ্ছারূপা চির-যৌবনা।

হোত্র। শুনেছি! একি মহারাজের কাছে প্রথম শুনলুম? ও আদি-রসের আদ্যশ্রাদ্ধ থেকে সপিণ্ডকরণ কাল পর্য্যন্ত শুনে আসছি। কোন প্রেমিকের প্রেমিকার দাঁতের গোড়া ফুলতে পর্য্যন্ত শুনলুম না;—তার পড়ার কথা পরে। তা মহারাজের সঙ্গে সে চির-যৌবনা ঠাকরুণের কতকাল ধরে আলাপ পরিচয় হচ্ছে।

শান্ত। এই শুনলে দেখিনি; আবার আলাপ পরিচয় হবে কি করে!

হোত্র। কি ক'রে হবে তা মহারাজই বলতে পারেন। গরীব ব্রাহ্মণ আজন্ম ক্ষুধার পীরিতই এড়াতে পারলুম না—কাজেই অঙ্গনার সঙ্গে আলাপ করি কখন?

শান্ত। পরিচয় জানা দূরে থাকুক, যদি কখন ভাগ্যবশে সে সুন্দরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, আমি তাঁকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারব না। তিনি কে কাহার কন্যা—এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে পিতা নিষেধ

করেছেন। এমন কি, তিনি যে কোন কার্য্য করবেন—তা আমি শুধু নীরবে দেখবো। কেন করেছেন তাও পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পারব না।

হোত্র। অর্থাৎ তিনি যদি আপনার মুণ্ড ভক্ষণে অভিলাষ করেন, তা হলেও আপনি বিনা প্রশ্নে মুণ্ডটা সেই বরাননার ওষ্ঠাধরের অন্তরালে নিক্ষেপ করবেন।

শান্ত। মুণ্ডই যে তিনি খাবেন, তারই বা মানে কি ?

হোত্র। খাওয়া খাওয়ির ব্যাপারে অভিধান খুঁজে আবার মানে বার করে কে ? আপনার মত রাজচক্রবর্ত্তীর মুণ্ড, ও ত নিরামিষ পদার্থ—সর্ব্বজীবের ভক্ষ্য—যাক্ মহারাজ কি এখনও মৃগয়া করবেন,—না মৃগয়া ব্যাপদেশে না-দেখা প্রণয়িনীর জন্য এখনও ব্যাকুল হয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করবেন ?

শান্ত। তোমার যদি বিশ্রমের একান্ত আবশ্যক হয়ে থাকে, তা'হলে শিবিরে ফিরে যেতে পার, আমি অন্ততঃ শশক শিকার না করে ফিরছিনা।

হোত্র। জয় জয় কার হ'ক মহারাজ ! কি জানি ! আকাশ হাসছে—মলয় কাশছে—জলদ ভাসছে, তা'হলে সুতহিবুক যোগটাও আসছে ! মহারাজের অদৃষ্ট একটানা, কাজেই নিশ্চয়ই ভেসে আসছে—একটা দিব্যাঙ্গনা—আপনার প্রেমের জ্বালা আর আমার পেটের জ্বালা ও দুটো পাশাপাশি থাকা ভাল নয়।

শান্ত। তাহ'লে আর শিবিরে কেন, নগরে ফিরে যাও ; গিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ব'লবে আমি সত্বরই নগরে ফিরে যাচ্ছি।

হোত্র। আর দেশের লোককে নিমন্ত্রণ করতে বলব।

শান্ত। নিমন্ত্রণ করতে বলবে কি !

হোত্র । আর ধৌম্য পুরোহিতকে পুঁথি ঠিক রাখতে বলবো ।

শান্ত । আরে মূর্খ ! কি পাগলের মত বলছ—শোন—শোন—সর্ব্বনাশ ! নগরে গিয়ে একটা বিপদ বাধিয়ে বসবে ? শোন না সখা, আমার একটা কথা শোন ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হিমালয়ের উপত্যকা

দ্যুতি

(গীত)

এস এস হে ফিরে থেকো না দূরে
মরমে উঠে গান মরম ভাঙ্গা সুরে
পুণ্য হৃদয়ে পথ পানে চেয়ে
আকুল জীবন চলিয়াছি বেয়ে
দিনে দিনে দিন গেল বয়ে
এস এস হে ফিরে
ভাসিতে পারি না আর আঁখি নীরে ।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ । উঠিল অপূর্ব্ব ধ্বনি কাঁপিল তটিনী ।

সঙ্গীত কি নদী কোলাহল ? হস্তিনায়
কুগ্রহ কুদৃষ্টি করে, হস্তিনা নগরে
ধর্ম্মনাশ ভয়ে আজ স্তব্ধ গৃহবাসী।
রাজা আত্মহারা, শুধু মৃগয়া ব্যসনে
রত, গৃহীর কর্ত্তব্য গেছে ভুলে। গৃহ
শোভাকরী ধর্ম্মরূপা নারী গৃহকার্য্যে
না লয়ে সহায়, পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম্মে
করে অপমান, শাস্তি দিতে ভগবান
অতিথির রূপে উপস্থিত পুরদ্বারে।
বিমুখ যদ্যপি হয় দ্বিজ, গৃহধর্ম্ম
রাজধর্ম্ম সব যাবে ডুবে, মহাপাপে
মেদিনী মজিবে, আত্মরক্ষা ভয়ে তাই
কাঁদে কি ধরণী ? সে করুণ আর্ত্তনাদে
বহে কি সমীর, ভয়ে দেবতার দেশে ?
কোথা প্রভু, যদি এই বন মধ্যে কর
অবস্থান, সত্বর উত্তর দাও মোরে।

(শান্তনুর প্রবেশ)

শান্তনু। একি মন্ত্রী রাজ্যভার তোমারে সঁপিয়া
মৃগয়া কারণে আসিয়াছি বনে, তুমি
রাজ্য ছেড়ে, সহসা এখানে কি কারণ ?

সুনন্দ। সহসা এখানে নহি নৃপ—আপনারে

করিতে সন্ধান—দেশে দেশে লোক আমি
করেছি প্রেরণ, তাতেও চিত্তের শান্তি
হ'লনা রাজন ! তাই দাস, রাজ্য ছেড়ে
নিজেই এসেছে অন্বেষণে।

শান্ত। রাজ্য মোর
বিপন্ন কি রিপুর দলনে ?

সুন। মহারাজ !
শান্তনুর নাম মাত্র প্রহরী প্রবল
দূর করে দূরে শত্রু দল, রাজ্য তব
আক্রমিতে সাধ্য আছে কার ?

শান্ত। তবে এত
ব্যাকুল হইয়া চারিধারে পাঠাইয়া
চর ; অবশেষে নিজে হেথা ব্যস্ত
ভাবে কেন মন্ত্রীবর ? দুর্ব্বহ রাজ্যের
চিন্তা ঢালিতে জাহ্নবী জলে,—
শান্তি কামনায়, এসেছিনু
মৃগয়া কারণে ছদ্মবেশে, সঙ্গোপনে, এক
মাত্র দ্বিজ সঙ্গী সাথে, নরশূন্য পথে
গঙ্গোত্রী গহনে আমি করি বিচরণ
নহেত অজ্ঞাত কথা, বিপন্ন না হ'লে
এমন ব্যাকুলভাবে, আসিতে না হেথা।

সুন। রিপু আক্রমণ হতে রাজ্য রক্ষা তরে

আছে মহারথী সেনাপতি। শান্তিময়
প্রজার ভবনে, যদি পড়ে প্রকৃতির
সরোষ নয়ন, আছে হে রাজন্! ভৃত্য
গণ চির জাগরিত, নিঃশঙ্ক করিতে প্রজা
গণ দেবতার রোষে শান্তির অঞ্জলি
দিতে দান আছে সে মহান্, পৌরবের
হিত মূর্ত্তি পুরোহিত ধৌম্য তপোধন।

শান্ত। তবে?

সুন কিন্তু বংশ যেথা পায় রাজা ভয়
প্রদীপ্ত পৌরব গর্ব্ব, ক্ষুণ্ণ যেথা হয়,
সেখানে আপনি ভিন্ন, দানিতে অভয়
অন্যে কেবা আছে মতিমান?

শান্ত। বংশ পায় ভয়! কি বল সচিব! প্রহেলিকা
মত বাজিল আমার কাণে। কার
অত্যাচারে বংশ বিপন্ন আমার? কেবা
সেই শক্তিমান, কোথায় তাহার স্থান?

সুন। বলিতে শঙ্কিত প্রভু! আপনা হইতে
পুরুবংশ বিপন্ন দারুণ।

শান্ত। আমা হতে!
জ্ঞানে আমি হেন পাপ করি নাই ধীর
পবিত্র পৌরব বংশ যাহে পায় ভীতি।

সুন। এসেছেন রাজগৃহে তেজঃপুঞ্জ ঋষি

আপব তাঁহার নাম। শুভ্র জটাভার
জ্যোতির্ম্ময় আদিত্য আকার, বিচ্ছুরিত
জ্যোতিকণা, প্রতি রোম শিরে। সূর্য্যোদয়
মুখে প্রবেশিয়া পুরীমাঝে, ঋষি আজ
অতিথি আপন গৃহে। পাদ্য অর্ঘ্য দানে
যথা সাধ্য তুষিতে ব্রাহ্মণে, গলবস্ত্রে
দাঁড়াইনু সম্মুখে তাঁহার। আমি ভৃত্য
তব, পরিচয়ে জানিলেন তপোধন।
জিজ্ঞাসিলা "কোথা প্রভু তব" বলিলাম
তাঁরে, রাজ্যভার সঁপিয়া আমারে, প্রভু
মোর মৃগয়া কারণে, একমাত্র সঙ্গী
সনে পশেছেন বনমাঝে। শুনি ঋষি
বলিলা আমারে, আছে মোর ব্রত, গৃহী
শূন্য গৃহমাঝে আতিথ্য না লই। শুনি
বলিলাম তাঁরে, অতিথি দুয়ারে আসি
যদ্যপি বিমুখ হয়, বিনা উপচারে
যদ্যপি অন্যত্র তিনি করেন গমন
তা হ'তে দুর্ভাগ্য আর অন্য কিবা আছে
ধরণীতে। শুনি ঋষি করিলা উত্তর—
ভাল নরবর, গৃহি যদি নাহি থাকে,
আসুন গৃহিণী তাঁর। পতির হইয়া
তিনি আসি অতিথির করুন সৎকার।

শান্ত । তারপর ?

সুন । তারপর আর কি বলিব মহারাজ !
ঋষিবাক্য করিয়া শ্রবণ, ক্ষুণ্ণ মনে
বলিলাম শুন তপোধন, প্রভু মোর
এখনো কুমার-ব্রতধারী । এই কথা
করিয়া শ্রবণ, চমকি উঠিলা ঋষি ।
কহিলা বিষাদে শতবর্ষ অনাহারী
ব্রতধারী বসেছিনু সুমেরুর তলে ।
ব্রতান্তে ক্ষুধার্ত্ত আমি তাই হে ধীমান্,
এসেছিনু আতিথেয় পৌরবের গৃহে ।
শাস্ত্রে কহে গৃহিণী যদ্যপি রহে গৃহে
সার্থক সে গৃহ নাম, নতুবা শ্মশান,
রসশূন্য শান্তিশূন্য দগ্ধ মরুভূমি ।
হ'লনা ক্ষুধার শান্তি, নিষ্ফল আগম,
রাজগৃহ অশান্তি-নিলয়, রসহীন
অন্ন হেথা । এই বলি উঠিলা ব্রাহ্মণ ।

শান্ত । তুমি তারে ছেড়ে দিলে ?

সুন । মহামতি ! তপস্বী ক্ষুধার্ত্ত দ্বিজ দ্বারে,
সহজে ছাড়িব আমি তারে !

শান্ত । জয় হ'ক সুনন্দ তোমার ।
যথার্থ বলেছে ঋষি—
চলিষ্ণু দেবীর মূর্ত্তি নাহিক যে গৃহে,

গৃহ নাম বিড়ম্বনা তার।

শান্ত। এখনো আছেন মুনি ভবনে আমার?
বল মন্ত্রী, ত্বরা বল মোরে
এখনো কি অক্ষুণ্ণ আছেন
ধর্ম্ম পৌরবের গৃহে?

সুন। এখনো আছেন মহারাজ!
অঙ্গীকারে ঋষিরে বাঁধিয়া
ধৌম্য পুরোহিতে তাঁর রক্ষাভার দিয়া,
আপনার অন্বেষণে ত্যজেছি নগরী।
সায়াহ্ন পর্য্যন্ত ঋষি রহিবেন তব
অপেক্ষায়। যাহা আছে বক্তব্য তাঁহার,
গৃহস্বামী আপনারে করে নিবেদন
রাজ্য ত্যাগ করিবেন তিনি।

শান্ত। শীঘ্র যাও—
আমারও কর্ত্তব্য আছে ঋষির সমীপে,
ঋষিরে সংবাদ দাও আসিছে নৃপতি।

[সুনন্দের প্রস্থান।

গুহ্যকথা—সমীরণ করেনি শ্রবণ!
নিজ কর্ণে অদ্যাপিও ওঠেনি সে ধ্বনি!
অতিথির অধিকারে প্রথম শুনিবে ঋষি,
সঙ্গে সঙ্গে শুনিবে ধরণীবাসী।
নাহি জানি কিবা আছে বিধাতার মনে

শুভ কি অশুভক্ষণে, ক্ষুধার্ত্ত অতিথি
প্রবেশিল রাজগৃহে, বুঝিতে না পারি ।
করুণা নিদান ! অন্তরে নিভৃত স্তরে
লুকান যে কথা, এক মাত্র জান তুমি ।
সেই তুমি অতিথির রূপে উপস্থিত
মম গৃহে, ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি জান প্রভু !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কানন ।—পাহাড়ের একাংশ ।

দেববালাগণের গীত ।

মধুময় কানন মধুময় উপবন
মধুময় জাগে হৃদে আশা ।
মধুময় অনিল মধুময় ফুল
মধুময়ী শুধু ভালবাসা ।
মধুময় আস্ত মধুময় হাস্ত
মধুময় হৃদয় ভবন
মধুফুল দলে মধুকর দোলে
মধুকরে মধুতে রমণ
মধুময় আকাশে মধুভরা বিলাসে
বায়ে শুধু মধুময়ী ভাষা ॥

চতুর্থ দৃশ্য।

পর্ব্বত।

(শান্তনুর প্রবেশ)।

শান্তনু। কি কুক্ষণে গৃহ হতে হয়েছি বাহির
সর্ব্ব কার্য্য নিষ্ফল আমার! মৃগগণ
ভীতিশূন্য মুগ্ধ নেত্রে চাহে মোর পানে।
সার দিয়ে বসে পাখী পাদপ তোরণে
মুক্ত কণ্ঠে গাহিতেছে গান। যেন রণে
পরাস্ত হেরিয়ে মোরে সমবেত স্বরে
সকলে রহস্যে রত। গর্ব্ব খর্ব্ব মোর!
হীন গর্ব্বে নগরে ফিরিতে—আগে হ'তে
কাঁপিছে হৃদয়। পথপানে চেয়ে আছে
ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ। দ্বিজবরে ঘেরি, পথ
পানে চেয়ে আছে বিষণ্ণ নগরী। যদি
ইচ্ছা করি—সহস্র সুন্দরী এই দণ্ডে
সাগ্রহে ছুটিয়া আসে বরিতে আমায়।
যদি ইচ্ছা করি—ভারতে যেথানে থাক্
বীর্য্যশুল্কা নারী,—সবলে ধরিয়া তারে

আনিতে সক্ষম আমি হস্তিনা নগরে—
অবহেলে—রবি নাহি যেতে অস্তাচলে।
কিন্তু হায়! ইচ্ছাশক্তি আবদ্ধ আমার
পিতার যে অন্তিম আদেশ বাণী বর্ণে বর্ণে
কর্ণে মোর তুলে প্রতিধ্বনি। আমি
সে আদেশ অশক্ত লঙ্ঘিতে। সত্যময়
হে শঙ্কর—জানি আমি সত্য চিরজয়ী—
সত্যাশ্রয়ী জগতে মহান্—বেদে সত্য
সনাতন গান—জ্যোতির্ম্ময় প্রভাকর
শুভ্রদেহে সাক্ষ্য দেয় সত্যের মহিমা।
সেই সত্য করিয়া আশ্রয়—
নাশ ভয়ে ভীত আমি!
সায়াহ্ন পর্য্যন্ত আমি রব অপেক্ষায়।
যদি ধর্ম্ম যায়, যাক্ তাহা সন্ধ্যামুখে।
কোথা আছ হে অজ্ঞাত প্রেয়সী আমার—
ধরণীর কোন্ কুঞ্জে—
লুকাইয়া সৌন্দর্য্যের রাশি—কোন্ লীলা
ছলে, দেখিতেছ স্বামীর যন্ত্রণা! এস—
এস কুরু-কুললক্ষ্মী, এস সোহাগিনী!
বর্ষ উপবাসী ঋষি—তোমারে গৌরব
দিতে, ভিক্ষাপাত্র হাতে সতৃষ্ণ নয়নে
চেয়ে আছে পুরদ্বারে। অন্নদা রূপিণী—

এস ভাগ্যবতী রাণী, পতিরে অভয়
কর দান। একি! একি।
শ্যাম শোভাময়ী নগ্ন প্রকৃতির বুকে,
শ্যামাঙ্গী সঙ্গিনী কর ধরে,
কে বিচরে মুক্তকেশী বামা!
সুনির্ম্মল গঙ্গাজল, হিল্লোল ধরিয়া,
গাঁথিয়া জীবনময়ী কুসুমের হার
কোন্ চিত্রকরে তোমা রচিল সুন্দরী?
দাড়াও—দাঁড়াও—যেয়োনা—যেয়োনা—বালা।
ভিক্ষা দাও সুলোচনে—ব্যাকুল পিপাসী
আমি—করুণার বিন্দু লোভী—দাও—
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও ক্ষণিক দর্শন।

[বেগে প্রস্থান।

(দ্যুতির প্রবেশ ও গীত)

সঙ্গে তোরা কে যাবি গো আয়
এবার আমি ভর দিয়েছি মলয়ায়।
অশ্রু গেছে উষার দেশে খুঁজতে আমারে
হাসি আমার কাঁদে বসি নয়ন দুয়ারে
চোখের তারা পলকহারা শূন্যপানে চায়।
আকাশ থেকে মেঘের বয়া কয় কাণে কাণে
লুকিয়ে আছ কারগো তুমি করুণ গানে
আয়গো তোরা আয় আমার বলতে হাসি পায়
অনুরাগে উদয় অরুণ চাঁদের আলোয় মিশে যায়।

(হোত্রবাহন ও অনুচরের প্রবেশ)

অনু। ঠাকুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে !

হোত্র। মিথ্যা কথা, বেটা লোক চেননা, তামাসা করতে এসেছ ?

অনু। দোহাই ঠাকুর—তামাসা নয়, সত্যি বল্‌ছি—সর্ব্বনাশ হয়েছে।

হোত্র। আবার বেটা মিথ্যা কথা বলে! সর্ব্বনাশ হলো বলে কে ?

অনু। আমি বলছি।

হোত্র। তবে আর সর্ব্বনাশ হলো কই ? তুই ত এখনো বেঁচে আছিস্, তোর নাশ ত হয় নি !

অনু। কেন আমি কি অপরাধ করেছি যে আমার নাশ হবে ?

হোত্র। তোর বলবার দোষে হচ্ছিলো রে বেটা! আমি সামলে দিলুম। বল—অর্দ্ধেক নাশ হয়েছে, কি সিকি নাশ হয়েছে। বেটা সর্ব্বনাশ বললেই থপ করে মরে যাবি, এখন বল্ কি হয়েছে ?

অনু। মহারাজ পাগলের মতন কোথায় চ'লে গেছেন।

হোত্র। তাতে কি হয়েছে—আবার বুদ্ধিমানের মত ফিরে আসবেন।

অনু। না ঠাকুর আসা সম্বন্ধে সন্দেহ, ব্যাপার বড় গুরুতর। নগরে এক শতবর্ষ উপবাসী সন্ন্যাসী এসেছে।

হোত্র। এসেই বুঝি রাজার বুদ্ধিটা গিলে খেয়ে ফেলেছে !

অনু। আরে না গো—শোননা—কথার মাঝখানে বাধা দাও কেন ? বামুন এসেছে ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করছে, কিন্তু কিছুই খাচ্ছেনা।

হোত্র। খাচ্ছেনা, না খেতে পাচ্ছে না ?

অনু। মহারাজ শান্তনুর ঘরে এসে, অতিথি খেতে পাচ্ছে না! তুমি কি পাগল হ'লে নাকি ঠাকুর!

হোত্র। তবে তোরা বেটারা কি করতে রয়েছিস্? গা—গাল চিরে বামুনকে খাইয়ে দে।

অনু। না ঠাকুর তামাসা নয়, বড়ই বিপদ। কেউ তার মুখে এক ফোঁটা জল দিতে পারে নি। তার নাকি পণ আছে, গৃহস্থ একক হ'লে তার ঘরে জল গ্রহণ করে না।

হোত্র। ওঃ—তাই বল্—অর্থাৎ একঘরে পাঁচ বেটা গেরস্ত জুটে গুতোগুতি করবে, ঠাকুর তাই দেখতে থাকবে, আর খেতে থাকবে।

অনু। আরে রাম বল—ঠাকুরের সঙ্গে কথা কওয়া দায়। বিয়ে—বিয়ে—বুঝেছ?

হোত্র। গৃহস্থ সস্ত্রীক না হলে ব্রাহ্মণ আহার করবে না।

অনু। এই বুঝেছ।

হোত্র। তা হ'লে ত সুবিধেই হলরে বেটা! তবে সর্ব্বনাশ বলছিলি কেন! বামুন যেমন আহার করবে রাজাও সস্ত্রীক হবে।

অনু। তা হবে, কিন্তু দেরী সইছে কই! বামুন সন্ধ্যে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে বলেছে, এর ভিতরে যদি মহারাজ বিয়ে করে বামুনের সম্মুখে উপস্থিত হ'তে পারেন, তবেই বামুন খাবে—নইলে চ'লে যাবে।

হোত্র। তা হ'লে রাজা বিয়ে পাগলা হ'য়ে ছুটোছুটি করছেন —বল্!

অনু। আরে ছুটোছুটি ক'রে হবে কি—সন্ধ্যে হ'তে দেরী নেই, এদিকে রাজারও সন্ধান নেই, নগরবাসী সব উপবাসী রয়েছে। অভুক্ত বামুন ব'সে থাকতে কেউ খেতে পাচ্ছে না, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সব না খেয়ে মর মর হ'ল।

হোত্র। হুঁ!

অনু। এখন বুঝতে পেরেছ বামুন, বিপদ কি?

হোত্র। বিপদ কিরে বোকা—এ ত সুসংবাদ শোনালি।

অনু। সুসংবাদ কি গো ঠাকুর! বামুন যদি অনাহারে চ'লে যায়, তা হ'লে যে সমস্ত দেশটা জ্বলে পুড়ে যাবে—দেশে যে এক প্রাণী থাকবে না।

হোত্র। আরে না না বোকা মুখ্খু জগতের হিতার্থী বামুন বেছে বেছে রাজার ঘরে এসে অতিথি হয়েছে। বুঝতে পারছিল কোন্ রমণীর ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন হচ্ছে, সে আজ ভারতেশ্বরী হবে।

অনু। বল কি ঠাকুর!

হোত্র। হায় হায়, হায় হায়!

অনু। ভাগ্যই যদি ভাল হ'লো, তবে আর হায় হায় করছ কেন?

হোত্র। (কপালে করাঘাত) হায়রে আমার কপাল!

অনু। ওকি ঠাকুর, কপাল চাপড়াতে লাগলে কেন?

হোত্র। তুই বেটা বোকা বুঝবি কি? বামুন যদি আজ আমার ঘরে অতিথ হ'ত!

অনু। ওঃ তা হলে তোমার আজই বিয়ে হত!

হোত্র। প্রজাপতি ঠাকুর যদি মৌমাছি বোল্‌তা এমন কি ভীমরুলের

ঝাঁক এনে রাজার বরাত আগ্‌লে থাকে তবু রাণীর শুভাগমন রোধ করিতে পারছে না।

অনু। তোমার কি এতই বিশ্বাস ?

হোত্র। চুপ্ কর বেটা, বিশ্বাস আবার কি ? বেটা আমার দুঃখের কথা কাণে তুলছে না, কেবল বিশ্বাস বিশ্বাস ! রাণীত এ'লো, এখন ব্রাহ্মণী সঙ্গে সঙ্গে আসছেন কিনা তাই বল্।

অনু। তা আমি কি ক'রে জানবো !

হোত্র। তা যদি না জান্‌বি তবে রাজার ঘরে চাকরী করতে এসেছিস্ কেন ? বল বেটা ব্রাহ্মণী সঙ্গে সঙ্গে আসছে কিনা।

অনু। তোমার আবার কোন্ চুলোয় ব্রাহ্মণী আছে যে আসবে ?

হোত্র। ওরে হতভাগা, আমার ব্রাহ্মণী চুলোয় ?

দেখ্ চেয়ে আদিত্যের হৃদয়-পঞ্জরে
ছিনাইয়া জন্ম হ'তে এ হৃদি-কমলে
দিছি স্থান। জন্ম হ'তে আবাহন গান।
প্রতিবিম্ব নয়—সত্য—সে ব্রহ্মবাদিনী।
প্রভাতে কুমারী কন্যা, মধ্যাহ্নে যুবতী,
সায়াহ্নে প্রচণ্ডা বৃদ্ধা মত্ত সামগানে,
সমগ্র জগতে দেবী বহিছে কল্যাণ !
চেয়ে দেখ্ আদিত্য-হৃদয়ে নিত্য সত্য—
নিত্যলীলা। বিশ্বের প্রকাশ-শক্তি তারা !

অনু। ওরে বাবারে ! এ বলে কিরে ?

[প্রস্থান।

হোত্র। ঠিক হয়েছে, সহরে হৈ চৈ পড়ে গেছে! যে কথা নিয়ে রাজার সঙ্গে তামাসা করলুম্ কার্য্যতঃ তাই ঘটে গেল, বুঝতে পারছি আজ মহাত্মা প্রতীপের বাসনা পূর্ণ হবার দিন। ব্রাহ্মণ বিষম পণ নিয়ে রাজগৃহে অতিথি হয়েছে; রাজার দিব্যাঙ্গনা বধূ আজ ঘরে আসবে। আসবে কি? এতক্ষণে বোধ হয় এসেছে! এখনো যখন রাজা ফিরলনা, তখন নিশ্চয় বনের মাঝে একটা গণ্ডগোল বেঁধেছে। তা হ'লেত আমার সহরে ফেরা হল না; রাজার অনুসন্ধানে আবার আমাকে যেতে হ'ল। তাইত! আমারও যে আজ রাজার ঘরে অজ্ঞাতবাসের একযুগ পূর্ণ হ'ল। আজ যে আমার গুরুর পুনর্দর্শনের দিন। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত জামদগ্ন্য রাম আজ যে দাসকে দেখা দেবেন। সে ব্রহ্মবাদীর বাক্য ত মিথ্যা হবে না। হস্তিনা আজ পূর্ণভাগ্য অঙ্কে ধরবার জন্যে উপবাস ব্রত-ধারিণী। জয় গুরু জয় গুরু! শ্রীপাদপদ্মরজ দিয়ে হস্তিনাবাসীকে আজ কৃতার্থ কর। মোহবশে লোক সকল যাকে অমঙ্গল মনে করছে, আজ তারা দেখুক, মঙ্গল তার ভিতর পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ। এস গুরু এস গুরু! তোমার স্মরণ মাত্রে চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো;—হস্তিনাবাসীর ভাগ্যরূপে আজ এ জনপদে পদার্পণ কর।

ত্রি সপ্তবারং নৃপতি নিহত্য
যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ।
চকার দোর্দ্দণ্ড বলেন সম্যক্
তমাদিশূরং প্রণমামি বিষ্ণুং॥

(জামদগ্ন্যের প্রবেশ)

জাম। অপূর্ব্ব কাহিনী কথা শোন্ বিশ্ববাসী!

ওরে অমৃতের পুত্র তোরা ! পেয়েছি সন্ধান
আমি তার, সে মহান্ত পুরুষ প্রধান
আদিত্য বরণ অধিষ্ঠান তমসার
পারে। কিন্তু শোন সবে বিচিত্র কাহিনী—
সূর্য্য চন্দ্র সৌদামিনী সেখানে কিরণ
দিতে নারে, কোথা অগ্নি কোথা দীপ্তি তার ?
মন বুদ্ধি অগোচরে বাক্যের উপরে
অচল তথাপি নিত্য তীব্র গতিশালী [বেগে প্রস্থান।

হোত্র। এইত এইত স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে
এই যে সম্মুখে দেখি সে মহান্ত পুরুষপ্রধান !
আনন্দ চলিয়া আয় মহতী শোভায়
পূর্ণ হোক দশ দিক পূর্ণ হ'ক ধরা।
মধু পূর্ণ হও সর্ব্বনীর, মধু বহ
মলয় সমীর, এ অপূর্ব্ব দিবাশেষে
এ বিশ্বে সকল দৃশ্য হ'ক মধুভরা।
পেয়েছি সন্ধান, গগনে ছুটেছে গান
মানবের আশ্বাস বচন, এস গুরু
কল্যাণ মূরতিধারী এস নারায়ণ !
দীর্ঘযুগ, আছি অপেক্ষায়
দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে মহাভাগ !
হে করুণা ! এ ছলনা সাজেনা তোমারে।

[প্রস্থান।

(যমুনা ও সরযূর প্রবেশ)

যমুনা। বেঁধে ফেল্—বেঁধে ফেল্—ঘেরে ফেল্ জালে।
উন্মত্ত ছুটেছে ঋষি, মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হবে।
অনন্ত আবেগে, এখনি অনন্ত অঙ্গে
প্রাণ মিশাইবে।

সরযূ। গতিরোধে যদি সই, ক্রুদ্ধ হয় ঋষি ?

যমুনা। তোমারে দিতেছি তাই বন্ধনের ভার !
রাম পদ বিলাসিনী তুমি হে তটিনী,
তরল তরঙ্গে তব, উঠে অবিরাম
রাম রাম মধুময় ধ্বনি। ভাগ্যবতী
তুমি রাণী রামলীলা—পরশে পরশে
তোমার পরশে তার ক্রোধ যাবে ভেসে।

সরযূ। তপঃ ক্লিষ্ট ঋষিরে ঘেরিয়া, ফল কিবা
বুঝিতে না পারি।

যমুনা। আছে ফল, নহে কেন
ব্রাহ্মণে বাঁধিতে মোর এত আকিঞ্চন।

সরযূ। আগে বল, তবে দ্বিজে করিব বন্ধন।

যমুনা। নামে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ধরণীর গায়
আহ্নিক সময় বয়ে যায়। তাই ঋষি
ছুটিয়াছে জাহ্নবী উদ্দেশে। কিন্তু সখী
প্রেমের পরশে উত্তপ্ত সলিল তার।
যেমন করিতে স্নান, নিশ্চিন্ত ব্রাহ্মণ

স্রোত অঙ্গে অঙ্গ দিবে ডালি, দগ্ধ দেহ
হইবে তাঁহার। অমনি জাগিবে ক্রোধ,
মধুময় প্রেমের সঙ্গীতে, ঝঙ্কারিবে
মনোভঙ্গে বিষাদের ধ্বনি। প্রেমময়ী
মন্দাকিনী, ঋষি শাপে মুহূর্ত্তে হইবে
শুষ্ক কলেবর।

সময়। বুঝিয়াছি সই, এখনি শৃঙ্খলরূপে
ঋষির পবিত্র পদ করিব বন্ধন।

[যমুনার প্রস্থান।

বেঁধে ফেল্ বেঁধে ফেল্ ঘেরে ফেল্ জালে
আসিতেছে মত্ত ঋষি জামদগ্ন্য রাম,
ওঠ্ নদী ফুলে ফুলে, ভর্ নদী কূলে কূলে
ঋষির গমন পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ালো সকলে!

(সঙ্গিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

বেঁধে ফেল বেঁধে ফেল মায়ার ডোরে।
এসেছে পুরুষবর তোমারি দোরে॥
বেঁধে নে বেঁধে নে হৃদয় সনে
বেঁধে নে বেঁধে নে সঙ্গোপনে,
কুন্তলে বেঁধে নে রাতুল চরণে
বেঁধে নে জীবনে বেঁধে নে মরণে
ধুয়ে নে পদযুগ আঁখি লোরে॥

[সঙ্গিনীগণের জলমধ্যে অন্তর্ধান।

(বেগে পরশুরামের প্রবেশ)

জাম। গেল গেল সব গেল ডুবে!
কেবা আমি? কেন আমি ত্রিতাপে জর্জ্জর
কোথা মোর ঘর?
কেন আমি গৃহশূন্য গভীর অরণ্য মাঝে?

(হোত্রবাহনের প্রবেশ)

কে তুমি ব্রাহ্মণ? কূলে কূলে
প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলে
কোথা হ'তে ভীম বন্যা ঘেরেছে আমারে।
কি করিব, কোথা যাব? কেমনে হইব পার?
নির্গমন পথ পার কি দেখাতে মোরে?

হোত্র। কোথা যাবে প্রভো?

জাম। জাহ্নবীর তীরে।
সন্ধ্যা কার্য্য সমাপিব সেথা।
দেখি সন্ধ্যা বয়ে যায়
তাই ব্যাকুল হিয়ায়
চলেছি গঙ্গার অন্বেষণে;
এমন সময়ে দেখি, বিনা বরিষণে
নিবিড় গহনে এলো বান,
সে বিপুল জলরাশি
ঘূর্ণাবর্ত্ত সঙ্গে লয়ে, পথরোধ করিল আমার!

শুন হে ব্রাহ্মণ ! বড়ই বিপন্ন আমি
বৃত্তাকার জলের প্রাকার
ক্লান্ত আমি শক্তিহীন
উল্লঙ্ঘিতে সাধ্য নাই মোর '

হোত্র । পথ আছে । সেই পথে আমি এই
আলোক বিহীন অরণ্য হয়েছি পার ।
এ প্রচণ্ড বন্যা প্রভু,
পরশিতে পারে নাই মোরে ।

জাম । দয়া ক'রে আমারে দেখাও ।
সন্ধ্যা বয়ে যায়—
ক্রিয়া নাশে ধর্ম্ম যায় মোর ।

হোত্র । গুরু মোর পথ, গুরু নাম তরী
গুরু বাক্য কর্ণধার দ্বিজ ।

জাম । কোথা বৎস সে গুরু মহান্,
কোথা তার অবস্থান,
দয়া ক'রে দেখাও আমারে ।

হোত্র । সম্মুখে আমার তিনি
আত্মহারা প্রভু ভগবান
নাথ, বিশ্বজয়ী জামদগ্ন্য রাম ।

জাম । কে তুমি কে তুমি যুবা ?

হোত্র । আমিও পড়িয়াছিনু স্রোতস্বিনী জলে ।
দেখি চারিধার হ'তে মত্ত জল স্রোতে

আমারে করিতে গ্রাস ছুটেছে তটিনী।
বিশাল অবনী প্রভু, আঁখির পলকে
ক্ষুদ্রতম ধরিল আকার।
ক্ষুদ্র ঘেরা মাঝে, অতি ঘোর মৃত্যুরূপে
এলো অন্ধকার,
মুহূর্ত্ত ভিতরে শুষ্ক ভূমি
সলিলে ভরিল, কটীদেশ গ্রাসিল আমার—
আমি একা শক্তিশূন্য আশা শূন্য, নিদারুণ
ভয়ে জড় প্রায় হয়েছি বিকল তনু,
সহসা উঠিল অন্তরের রন্ধ্র হ'তে
কোমল আশ্বাসবাণী—
"নির্ভয় হ'ওরে বৎস! আসিয়াছি আমি।
লহ নাম, ধর কর, উল্লাসে চরণ
দাও তরঙ্গ উপর।" অপূর্ব্ব সাহস
মোর জাগিল অন্তরে। মুদিয়া নয়ন
ধ্যানে—রাম রাম—অভিরাম রাম রাম
গানে উল্লাসে চরণ দিনু তরঙ্গের
শিরে। তরঙ্গ হইল তরী, ধীরি ধীরি
বহন করিয়া মোরে—অরণ্য বাহিনী,—
নিক্ষেপ করিল তব অভয় চরণ
তলে। চক্ষে আসে জল, অন্তর বিকল,
হে গুরু হে জগতের পথের সম্বল,

তোমারে হেরিয়া আত্মহারা। একবার
চাও নিজপানে গুরু, একবার চেয়ে
দেখ গগনে গগনে দেবতা ব্যাকুল—
পথের সন্ধানে আসে নিকটে তোমার।

জাম। কেবা তুমি! হোত্রবাহন? প্রিয় শিষ্য মম?

হোত্র। শ্রীচরণ স্মরি, দীর্ঘ যুগ আছি
আমি অপেক্ষায়, কিন্তু গুরু মর্ম্মভেদ
হয় যাতনায়, দেখিয়া তোমায়। গুরু
আজিও হ'ল না তব স্মৃতির বিকাশ?

জাম। থাকে থাকে আসে, পুনঃ পলায় তরাসে।
প্রতিহিংসা বশে যখন অগণ্য হত
ক্ষত্রিয়ের ছবি—আমার জ্ঞানের পথ
করে অবরোধ।

হোত্র। পাপশূন্য—ব্রহ্মজ্ঞানী
ঋষি! নিজ শক্তি বলে দূরিতে নারিলে
সে সবারে? আনিতে নারিলে স্মৃতি?

জাম। এই
আসে, এই চলে যায় তবে মনে হয়
সত্বর আসিবে। প্রকৃতি মধুর হাস্যে
পাশে লীলা করে। বহুকাল পরে আমি
পেয়েছি তোমারে। হে শিষ্য! তোমার ভক্তি,
জ্ঞান ফিরাইতে মোর হইবে সহায়।

সন্ধ্যা বয়ে যায়, তাই শুধাই তোমায়
জাহ্নবী কোথায় বৎস! দেখাও আমারে।

হোত্র। সন্ধ্যা চলে যায়? এখনো মায়া? প্রভু
করহ স্মরণ, দূর যুগে সন্ধ্যা মুখে
পত্নী কোলে মস্তক রাখিয়া, একদিন
মহামুনি জরৎকারু পড়ে ঘুমাইয়া—
সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয় হেরি, পত্নী তার
জরৎকারী ধর্ম্মের বিনাশ ভয়ে; নাম
লয়ে নিদ্রাভঙ্গ করিল পতির। উঠে
তপোধন, নিদ্রাভঙ্গে আরক্ত লোচন,
কহিল, কি হেতু মোরে অকালে উঠালে?
কম্পান্বিত কলেবরে, কহিল তাঁহারে
সতী প্রভু, ধর্ম্ম নাশ ভয়ে জাগায়েছি তোমা।
সূর্য্য অস্ত গেছে, সন্ধ্যাও চলেছে, তাই
নিরুপায় আপনারে প্রবুদ্ধ করিনু।
যথার্থ ই সন্ধ্যারে বিগতা দেখি, ঋষি
"সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, সন্ধ্যা" ব'লে করে সম্বোধন;
কাঁপিতে কাঁপিতে সন্ধ্যা ফিরিল তখন।
কহে, "হের ঋষি আছি বসে অপেক্ষায়
অস্তাচল শিরে।" হে ভার্গব! হে মহান্
বিষ্ণু অবতার! চলে চন্দ্র চলে সূর্য্য
আদেশে তোমার। তোমার আদেশ বিনা

সন্ধ্যা চলে যাবে ?

জাম। দীর্ঘজীবী হও পুত্র—
শিষ্য হয়ে গুরুরে করিলে জ্ঞান দান।

হোত্র। জ্ঞান ওই শ্রীচরণ কমলের রজ
ওই মাত্র সম্বল আমার, ওই ধরে
দীর্ঘ যুগ আছি বেঁচে।

জাম। শিষ্য হয়ে গুরুরে যদ্যপি দেয় জ্ঞান
কেবা গুরু ? কেবা শিষ্য ?
কি সম্বন্ধ এ দুয়ের মাঝে ?
কহত প্রকৃতি মোরে—
এ মহান্ কাল সিন্ধু পারে,
কোন্ শৈল গুহার ভিতরে
কোন যোগী এ সম্বন্ধ করিল সৃজন ?
বলিতে কাতর ?
দেবী ! নিরুদ্ধ করিলে ওষ্ঠাধর !
তবে যাও চলে—যাও চলে দৃষ্টি পথ হতে
খোলরে রহস্যদ্বার, নিজে আমি সে মহানে করি অন্বেষণ !

হোত্র। গুরু ! গুরু !

জাম। কেবা গুরু ? কেবা শিষ্য ?
কেবা দাতা ? গ্রহীতা বা কে ?
স্থান নই, মান নই, দ্রষ্টা নই, দৃশ্য নহি আমি—
নহি মন, নহি বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার,

কাল নই, জীব নই, কোথা গুরু, কোথা শিষ্য?
খণ্ড বা অখণ্ড নই আমি!

হোত্র। সেই সঙ্গে জানি আমি—তুমি ইচ্ছাময়!
তাই যদি—তোমারি ইচ্ছায় নিজধামে
ফিরে এস ব্রহ্ম নিরঞ্জন!
প্রকৃতি করুক আকর্ষণ! উর্দ্ধগতি রুদ্ধ হোক—
মুক্ত হোক আনন্দের দ্বার!
গুরুবাক্য সত্য যদি,
ফিরে এস লীলা গৃহে বিষ্ণু অবতার।

জাম। এ কি পুত্র! এখনো দাঁড়ায়ে আছ?

হোত্র। আছি। কোথা যাব আজ্ঞা কর প্রভু?

জাম। কোথা ছিলে?

হোত্র। স্মরণ করহ প্রভু!

জাম। শান্তনুর গৃহে?
একি পুত্র, বিপন্ন কি নরেশ্বর?

হোত্র। দারুণ বিপন্ন আজি রাজা। তাই প্রভু
গুরুর শ্রীমূর্ত্তিরূপে এসেছে আশ্বাস বাণী!
বল প্রভু, রাজা নিরাময়?

জাম। তব ভক্তি
আগে হতে করিয়াছে নিরাময় তারে,
চল বৎস, গুরুরে দেখাও পথ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গঙ্গা ও যমুনার প্রবেশ)

গঙ্গা। আর কত দূর যাবি সই ?

যমুনা। উজানে চলেছ দেবী উথলিয়া দূর যে নিকটে
আসে চলে, চলিতে কিহেতু কর ভয় ?

গঙ্গা। তবে চল, চলিতে চলিতে
ফিরে যাই পিতার আলয়ে।

যমুনা। বেশ চল
কিন্তু ওই চলিবার পথে—

গঙ্গা। কি যমুনে ?

যমুনা। ঐ দেখ। চেয়ে দেখ দূরে—
এ অপূর্ব্ব কানন ভিতরে
অপূর্ব্ব মাতঙ্গগতি কে বিচরে পুরুষ প্রধান ?
প্রতি পাদক্ষেপে মেদিনী করিছে টল মল !
তব জল উল্লাসে ভরিল কুলে কুলে।

গঙ্গা। একি মূর্ত্তি দেখালি যমুনে !
ধর নারী, নয়ন ফিরাতে নারি আমি—
ধর নারী, সর্ব্ব অঙ্গে এল শিহরণ ;
কাণে কাণে কি বলিছে সমীরণ ?
বলে অনঙ্গে শ্রীঅঙ্গে আজি খেলিতে এসেছে !
ওই ওই বহু দূরে
স্মরণে আসিছে ধীরে

দেবতা সেবিত ব্রহ্মালয়ে একবার দেখা—
ওই সেই পুরুষ প্রবর
মহাতেজা মহাভীষ রাজা
আমারে দেখিয়া বাসনায় ব্যাকুল হইয়া
চেয়েছিল মোর পানে সতৃষ্ণ নয়নে।
বিধাতার ইচ্ছা বশে মলয় পবন
স্রস্ত মোর করিল বসন,
বিধাতার প্রবল ইচ্ছায়
আমিও মজিনু সখী তীব্র কামনায়।
দেখে ব্রহ্মা নৃপতিরে দিল অভিশাপ
স্বর্গচ্যুত হল নরপতি
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি আমি
ওই সেই মহান শঙ্কর সম প্রতাপ নন্দন!

যমুনা। হাত ধর, চলে এস রাণী
ঘরে তার দিয়োনাকো ধরা।
নারীর মর্য্যাদা রাখ ; কম্পিত হিয়ায়
রাজা অগ্রে দেখুক তোমায়
বুক ভরা ব্যাকুলতা লয়ে, সঙ্গে সঙ্গে আসুক ছুটিয়ে,
যথা আছে প্রথা প্রেমরণে ;
মিনতির রাশি লয়ে
পুরুষ পড়ুক আগে রাঙ্গা দুটী পায়।

(যমুনার গীত)

নারীর মরম বাঁধগো মরমে
পিছু পানে ফিরে চেওনা।
সরমের বাঁধ তার চির সাধ
উল্লাসে ভেঙ্গে দিওনা॥
আসুক সে আগে নব অনুরাগে
বলুক কি বলে কথা
পড়ে দু'টী পায় যাচুক তোমায়
চালুক মরম ব্যথা।
তার আগে কথা কয়োনা কথা কয়োনা কথা কয়োনা
বিকাতে হৃদয় যদি না সে আসে
হাতে তুলে সেটী নিওনা॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(শান্তনুর প্রবেশ)

ফিরাও ফিরাও গতি, মুহূর্ত্তের তরে
হে সুন্দরী, মুখটি ফিরাও—বলে যাও,
একবার বলে যাও—ও রূপে তরঙ্গ
যদি থাকে, কথা পুষ্পে উঠগো ফুটিয়া।
কেবা তুমি, কার কন্যা, কিহেতু আসিলে
এই দেশে? কহিলেনা? তবে তুমি ক? :
নহ তুমি হে অজ্ঞাত কুলশীলে, নহ

তুমি সে ললনা, যে বেঁধেছে সত্যপাশে
সত্যাশ্রয়ী পিতারে আমার। সত্যমূর্তি
পুত্র আমি তার।
স্বেচ্ছা বিচরণ-পথে
বাধা আমি হব না তোমার ;
ফেরো—নির্ভয়ে বিচর বনে বালা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক
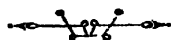
প্রথম দৃশ্য

কানন

(হোত্রবাহন ও শান্তনু)

শান্তনু। সখা সখা, বৃথা মোর জীবন ধারণ !
দেখিলাম বিচিত্র বরণা
সঙ্গে সে সঙ্গিনী সুলোচনা
নহে মোহ, পূর্ণ জ্ঞানে করেছি দর্শন।
কিন্তু কই কোথা সখি —
তুমি বল, দৃষ্টি ভ্রম এ কি হে আমার ?
কোথা সেই মূর্ত্তি ধরা কুন্দ পুষ্পসার ?

হোত্র। আক্ষেপ যদ্যপি কর হে জ্ঞানী প্রধান,
আত্মার সন্ধানে কভু
জ্ঞানপথ মানবে না করিবে আশ্রয় ;
ঘুচাও সংশয়।

দৃষ্টি শক্তি কভু তোমা করেনি ছলনা

শান্তনু। মন্থরগমনা নারী, সঙ্গে সহচরী
উপনীত হতে সখা সমীপে তাহার
উন্মত্তের মত ব্যাকুল ছুটিনু আমি।
অভিলাষ সাম্রাজ্য আমার
পদে তার দিয়া উপহার
দ্বিজের পারণ ভিক্ষা করিব প্রার্থনা।
কিন্তু কই কোথায় মিলাল বালা ?
এই ত পথের মাঝে আকুল তরঙ্গে
গতিরোধ করিয়া আমার
রহস্যে করিছে হাস্য সুর তরঙ্গিনী ;
রহস্য করিতে রবি
শুষ্ক হাসি মাখিয়াছে রক্তিম বদনে ;
রহস্য করিতে ওই শুষ্ক কাদম্বিনী
নির্নিমেষ রবি আঁখি করে আচ্ছাদন ;
গেল দিন হস্তিনার গৃহে গৃহে ;
নরনারী শিশু বৃদ্ধ মৃত্যু আর্ত্তনাদ
ঢাকিতে বিষণ্ণ অরণ্যানি ;
ওই শুন তুলিল পক্ষীর কোলাহল।
পৌরব নামের গর্ব্ব যা মোর সম্বল
সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে
সুরধুনী অঙ্গে সখা দিব বিসর্জ্জন।

(বস্ত্রাবৃতা গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। মহারাজ আসিয়াছি বরিতে তোমায় :

হোত্র। এস এস গুরুবাক্য করিতে সার্থক
এস মা কল্যাণময়ী! কি হেতু সঙ্কোচ ?
জীবের কল্যাণ চিরদিন এই মত,
আসে আবরণে—রহস্য তাহার নাম।

শান্তনু। কে তুমি কল্যাণী ?

গঙ্গা। প্রশ্ন করনা ধীমান।
জানিনু তোমার গৃহে অভুক্ত ব্রাহ্মণ,
শুনিনু তাহার পণ—বিপন্ন যেহেতু
তুমি রাজা, হস্তিনায় বিপন্ন হয়েছে
নরনারী! শুনি ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ
তাই আসিয়াছি আত্মদানে

শান্তনু। দেবী
অজ্ঞাত তোমার বর্ণ—অজ্ঞাত তোমার
কুলশীল, কি বয়স কেমন মূরতি,
কিছু নাই জানি, কেমনে ধরিব কর ?

গঙ্গা। একাকী, অথবা পার্শ্বে সঙ্গী আছে রাজা ?
একাকী রহিলে কথা কব, সঙ্গী থাকে
নীরব রহিব।

শান্তনু । আছে সখা, সম প্রাণ
চিরপ্রিয় চির হিতকারী ।

গঙ্গা । স্থান ভেদে বর্ণ ভেদ মম ; জন্ম মম
গোপনে অকূলে, মধ্যে দুই কূলে স্থিতি
মম । এখন কুলটা আমি—নিত্যনব ।
বয়স আমার—আমার নিকটে আমি
নরনারী আপন মূরতি হেরে । রাজা
দর্পণ শুনেছ কোথা দেখে আপনারে !

শান্তনু । একি বক্রভাবে তুমি কথা কও নারী ?

গঙ্গা । চিরদিন বক্রগতি—রাজা, বক্রগতি
সম্পত্তি আমার ।

শান্তনু । (স্বগতঃ) একি সমস্যা দারুণ ।
কোথা থেকে কে এলো এ বিচিত্র ললনা
সর্ব্বাঙ্গের বসন, প্রহেলিকাময় বাক্যে
পরিচয়ে দেয় আবরণ । অসবর্ণা
সবর্ণা কি বুঝিতে না পারি । না বুঝিনু
কাহার ঝিয়ারী ! একি সাহসিনী, সর্ব্বনাশী
কি সাহসে কুলটা বলিয়া মোরে দিলি পরিচয় ।

হোত্র । মহারাজ চিন্তার সময়
নাই, সন্ধ্যা যায় বয়ে—এখন যদ্যপি
দ্বিজ অভুক্ত চলিয়া যায়, পিতৃকুল-
অভিশাপ পড়িবে তোমার শিরে ।

শান্তনু।   তাই বলে
পুণ্যময় পৌরবের গৃহে কুলটারে
দিব স্থান !

গঙ্গা।   আসিয়াছি করুণার—দেখি
ধর্ম্ম যায়—সত্য কথা তোমারে কহিনু ;
অভিরুচি যদি হয় করহ গ্রহণ
মোরে, নাহি যদি অভিরুচি আজ্ঞা কর
আমি অন্যত্র চলিয়া যাই।

শান্তনু।   কি বলিব
বুঝিতে না পারি ! হে বিধি বিপন্ন আমি !
আমি নরপতি, যদি ভাঙ্গি নীতি, শাস্ত্র-
বাক্য করি পরিহার—দেশের কল্যাণ,
আমা হ'তে ক্ষুণ্ণ হবে, আদর্শে আমার
হবে রাজ্যে ব্যভিচার, সমাজ শৃঙ্খলা.
কিছু মতে রইবে না আর ; অন্য দিকে
কুলশীল অজ্ঞাত বুঝিয়া রমণীরে
যদি না করি গ্রহণ, ঘোর ব্রহ্মহত্যা
পাতকে ডুবিব—পিতৃগণে স্বর্গ হতে
বিচ্যুত করিব ! কি করি শঙ্কর ! মোরে
বুঝি কর দান।

গঙ্গা।   শীঘ্র বল, কি করিলে স্থির মহারাজ ?

শান্তনু।   ভাল মুখতোল !

গঙ্গা । আগে
কর অঙ্গীকার পত্নীত্বে আমারে তুমি
করিবে গ্রহণ !
শান্তনু । কি করি ব্রাহ্মণ ।
হোত্র । নিজ
জ্ঞানে স্বকর্ত্তব্য কর মহমতি ! রূপ
পরচক্ষে হয় না নির্নীত ।
শান্তনু । দাও দেবী
কর ! আমি আত্মহারা—পিতার আদেশ ।
ভুলে গেছি, যেবা তুমি হও, এই
সাধু দ্বিজের সম্মুখে, এই অস্তগামী
রবিরে করিয়া সাক্ষী, পত্নীত্বে তোমারে
আমি করিনু গ্রহণ,
এইবারে মুখ তোল রাণী !
গঙ্গা । মহারাজ যদ্যপি শ্রীহীনা হই ?
শান্তনু । তবু তুমি রাণী
গঙ্গা । যদি অসবর্ণা হই ?
শান্তনু । তবু তুমি রাণী ।
গঙ্গা । যদ্যপি স্বৈরিণী মত
ইচ্ছামত চলি ?
শান্তনু । মিনতি তোমার,
নারী, অবস্থা বুঝিয়া মোর, ভাগ্যহীনে

বিপন্ন কর না।

গঙ্গা।　　বল রাজা ?

শান্তনু।　　হবে তুমি
ভারত ঈশ্বরী, নরনারী দেবী জ্ঞানে
পূজিবে তোমারে—তোমার শ্রীমূর্ত্তি হেরে
যাবে অকল্যাণ দূরে হতে দূরে। দেবী
কোন লোভে হইবে স্বৈরিণী।

গঙ্গা।　　বল রাজা ?

শান্তনু।　　ভাল পৌরবের গৌরবের দ্বারে, আমি
দিনু বলি মর্য্যাদা আপন ! ইচ্ছা তব।
স্বৈরিণী হইতে যদি সাধ তবু তুমি
রাণী।

গঙ্গা।　　কর পণ মম সনে যেই হবে
উদ্বাহ বন্ধন, রহস্তেও কোনদিন
না লইবে পরিচয়, প্রিয় কি অপ্রিয়
কার্য্য যা করিব আমি নীরবে দেখিতে
হবে। যদি প্রশ্ন কর রাজা, পরিত্যাগ
করিব তখনি।

শান্তনু।　　কি বিপদ ! কেবা এই
সর্ব্বনাশী ! কি উদ্দেশ্য করিতে সাধন
নাগিনীর শতপাকে জড়ায় আমারে !
সখা, সখা, কথা বল !—নীরবে দাড়ায়ে

৬

কেন দেখিছ লাঞ্ছনা।

হোত্র। কথা কহিবার

রাজা সময় কোথায়? গেল দিন—আলো

হ'ল লীন, হেথা তুমি ধরা দিলে, সেথা

ব্রাহ্মণে হারালে—শুনিলাম বাণী! কেবা

এই সর্ব্বনাশী! আমার সামান্য জ্ঞানে।

যা বুঝেছি আমি, তাহে বুঝেছি এ বালার

বুঝা বড় দায়! যথার্থই কুলটা এ নারী!

আবেগে ধরণী মাঝে ছুটে, নিত্য স্বামী—

নিত্য ভাঙ্গে কুল, তথাপি কুমারী নারী

পুরাতনী তথাপি নবীনা!

শান্তনু। করিলাম

পণ দেবী, তব কার্য্যে বাধা নাহি দিব।

গঙ্গা। প্রণমি তোমারে স্বামী।

হোত্র। ধীরে ব্যাকুল হয়োনা রাজা!

তারল্যরূপিণী রাণী শুষ্ক ধরা বুকে

প্রথম দিতেছ পদ! তাই হে রাজন্!

ভয়াকুলা মন্থরগামিনী বালা। সিন্ধু

লবণাম্বু নহে গন্তব্য তাহার—এ যে

সিন্ধু অকূল পাথার! প্রতি তরঙ্গের

শিরে শিরে, সহস্র তরঙ্গ ধরে নাচে

মাদকতা—ধীরে ধীরে—সন্তর্পণে ধর

কর রাজা!

[প্রস্থান।

শান্তনু। আর কেন মুখ খোল প্রিয়ে!

গঙ্গা। বিপন্ন পৌরববংশ, আকুল নয়নে
রয়েছেন তব মুখ চেয়ে। বিপ্রবর
অনাহারে দ্বারে, অতৃপ্ত বাসনা রাজা
দাও বিসর্জ্জন—অগ্রে অতিথির কর
পূজা! সঙ্গে সঙ্গে রব, বদ্ধ করে করে
যুগল অঞ্জলি ধরে অতিথি বরিব।
নরেশ্বর বাধা দিয়োনাকো আকিঞ্চনে।

শান্তনু। বিচিত্র রমণী তুমি, ধর কর-অগ্রে
আমি তুমি লো পশ্চাতে তবু মনে হয়?
চলি আমি মন্ত্রমুগ্ধ আদেশে তোমার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজবাটীর একাংশ

ধৌম্য। কি করবো—কি করবো, আমি পৌরববংশের পুরোহিত, আমি বর্ত্তমানে যদি রাজ্যের অমঙ্গল হয়, তাহ'লে আমার কলঙ্ক রাখবার স্থান থাকবে না। ব্রাহ্মণ অভুক্ত, সমস্ত পুরবাসী কেউ জলগ্রহণ করতে পারছে না—শিশু বালক সব মৃত প্রায় হ'ল। সন্ধ্যাকাল রাত্রি পিছনে

করে এগিয়ে আস্‌ছে! গেল! গেল! নগর ধ্বংস হ'ল। লোকসকল প্রতিকারের জন্য আমার বাড়ীর দিকে আসছে। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণের বিষম অভিমান নিয়ে বসে আছি। আমি যে কি বিপন্ন তারা ত বুঝতে পারছে না।

(ধৌম্য-পত্নীর প্রবেশ)

ধৌম-পত্নী। কি গো! লোক সকল দলে দলে তোমার ঘরের দিকে ছুটে আসছে। নারায়ণ রক্ষা করুন, নারায়ণ রক্ষা করুন, বলে চীৎকার করছে। আর তুমি শুনে এখানে মাথা গোঁজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?

ধৌম্য। আমি কি করবো ?

ধৌম্য-পত্নী। কি করবো! তুমি রাজ্যের পুরোহিত! রাজ্যে হঠাৎ এমন একটা বিপদ উপস্থিত, রাজা নেই, তুমি আছ, তুমি প্রতিকার করবে না।

ধৌম। আমি কি প্রতিকার করবো। আমি কি ব্রাহ্মণের হ'য়ে থাব ?

ধৌম্য-পত্নী। তুমি ব্রাহ্মণকে অনুরোধ কর।

ধৌম্য। জান্‌ছি অনুরোধ রাখবে না, তবে কেমন করে অনুরোধ করবো। অন্নের অভাবে ব্রাহ্মণ উপবাসী নয়; আপব বশিষ্ঠ—সুমেরু দেশে তার আশ্রম, সুরভিনন্দিনী গাভী তার সম্পত্তি; সে ইচ্ছা করলে পৃথিবীর লোককে অন্নপানে পরিতৃপ্ত করতে পারে। সেই আজ রাজার ঘরে অতিথি। বুঝতে পেরেছ ব্যাপারখানা কি ?

ধৌম্য-পত্নী। অ্যাঁ এত বড় ঋষি! তাহলে কেন এসেছে গা ঠাকুর?

ধৌম্য। অষ্ট বসুর এক বসু ঋষির গাভী অপহরণ করেছিল, একের পাপে আটজনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেই দারুণ অকর্ম্মের ক্ষয়ের জন্য তিনি অনশন ব্রতধারণ করেছিলেন। সেই ব্রতের পারণ করতে তিনি রাজগৃহে সঙ্কল্প নিয়ে অতিথি হয়েছেন। শাস্ত্র ব্যবসায়ী হ'য়ে আমি কেমন করে তাকে সঙ্কল্প ভঙ্গ করতে অনুরোধ করবো।

ধৌম্য-পত্নী। এ কি করলে মা জগদীশ।

ধৌম্য। তুমি এক কাজ কর, শীঘ্র আমার জপের মালাটা নিয়ে এস। রাজা অতি অশুভক্ষণে আজ গৃহ থেকে যাত্রা করেছেন।

ধৌম্য-পত্নী। অদিনে রাজাকে ঘর ছাড়তে দিলে কেন? তুমি নিষেধ করলে রাজা কি গৃহ ত্যাগ করতে পারত?

ধৌম্য। রাজাকে আমি বলেছিলুম কিন্তু রাজা আমার কথা মোটেই শুনলেন না; আপনার গোঁ নিয়েই মৃগয়া করতে চলে গেল।

ধৌম্য-পত্নী। তাইত ভগবান! রাজার এমন কুমতি হল কেন?

ধৌম্য। আগে রাজা এমন ছিল না। যে দিন থেকে ওই বামুনের ছেলেটা তার সঙ্গী হয়েছে, সেই দিন থেকেই রাজার মতিভ্রম হয়েছে।

ধৌম্য-পত্নী। কোথা থেকে অমন হতচ্ছাড়া সঙ্গী জুটলো গা?

ধৌম্য। তা কেমন করে জানব। জুটে অবধি যেন রাজাকে গিলে বসেছে। আমি ত পাঁজি পুথি নিয়ে রাজাকে এক রকম বুঝিয়ে দিলুম। সেই ছোড়া তাকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি কি বললে, আর রাজা অমনি আমার নিষেধবাক্য অমান্য করে চলে গেল।

(হোত্রবাহনের প্রবেশ)

হোত্র। অমনি অমনি চলে গেল।

ধৌম্য। কেও কেও ভায়া! ভায়া! কখন এলে, কখন এলে?

ধৌম্য-পত্নী। সর্ব্বনাশ আমাদের কথা শুনতে পেলে নাকি!

হোত্র। বলছি বলছি—অগ্রে এই চারিটী চরণে প্রণাম।

ধৌম্য। হাঃ হাঃ হোত্রবাহনের কেবল রহস্য। আমাদের পশু বলে একটু রহস্য করলে—কেমন হে?

হোত্র। আজ্ঞে এ কি কথা! আপনারা পুরোহিত দম্পতি! দুজনেই সম্মুখে,—দুজনেরই প্রণাম গ্রহণে সমান অধিকার। কোন চরণে আগে প্রণাম করবো, বুঝতে না পেরে—চার চরণেই প্রণাম করলুম।

ধৌম্য। তা বেশ করেছ। কখন এলে?

হোত্র। আজ্ঞে সে সময় আপনারা আমার সুখ্যাতি করছিলেন।

ধৌম্য-পত্নী। ঠিক সে সময়?

হোত্র। হাঁ ঠাকরুণ, ঠিক সেই সময়! শুনে বুক আমার আহ্লাদে ফুলে ফুলে উঠছিল। ভাবছিলুম, এ অধমের প্রতি আপনাদের এত ভালবাসা! আমার অসাক্ষাতেও আপনারা আমাকে স্মরণ করেন।

ধৌম্য। হাঃ হাঃ, ও একটা মনের আবেগ। ও তুমি কিছু মনে কর না। তারপর রাজা? তুমি এলে, রাজা কোথায়? তোমাদের অনুপস্থিতে রাজ্যে এক বিপদ উপস্থিত। তাই মনের আবেগে তোমাকে দুটো কথা বলে ফেলছি।

হোত্র। উঃ! এ পাষণ্ডের প্রতি কৃপা দেখিয়ে এত কম কথা কয়ে ফেলেছেন—কুল্লে দুটো! দুশো বলুন; দুই হাজার বলুন।

ধৌম। আর বলতে হবে না এখন রাজা কোথায় শীঘ্র বল।

হোত্র। (চক্ষে হস্ত দিয়া ক্রন্দনের অভিনয়)

ধৌম-পত্নী। ওকি ! রাজার কথায় চোখে হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলে কেন ?

হোত্র। রাজা—রাজা—কি বলিব ?

ধৌম্য। কি বলিব কি—সত্বর বল !

হোত্র। রাজা—গঙ্গায়—

ধৌম-পত্নী। ডুবে মরেছে ?

ধৌম্য। আরে পাগলের মত কি বল ? চুপ কর। রাজা ডুবে মরবে কি ?

হোত্র। ঠাকরুণ ঠাকরুণ তাই—

ধৌম্য। হেঁয়ালির কথা রাখ।

ধৌম-পত্নী। স্পষ্ট করে বল।

হোত্র। গলা আটকে যাচ্ছে—কথা স্পষ্ট বেরুচ্ছে না।

ধৌম্য। আরে মূর্খ, কি হয়েছে বল্।

(কঞ্চুকির প্রবেশ)

কঞ্চুকী। পুরোহিত পুরোহিত !

ধৌম্য। কি সংবাদ ?

কঞ্চুকী। সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ পুত্রটা এখানে এসেছে ?

হোত্র। এসেছে ?

কঞ্চুকী। পাষণ্ড ব্রাহ্মণ ? কি করলি ?

ধৌম্য। কি করেছে—কি করেছে ?

কঞ্চুকী। পুরুবংশ লোপ করলি ?

ধৌম্য। লোপ! আবার কি? রাজা নেই—এই ব্যক্তি তাঁকে গঙ্গায় ডুবিয়ে চলে এসেছে।

ধৌম্য-পত্নী। সাধে কি আমাদের মুখ থেকে গাল বেরুচ্ছিল।

হোত্র। অমনি অমনি কি সে কথাগুলো আমারও কানে মিষ্টি লাগছিল।

কঞ্চুকী। বল্ হতভাগ্য, কি করে রাজাকে মারলি বল্। আমরা ব্রাহ্মণ বলে মানবো না। রাজ-হত্যার জন্য তোকে আমরা শূলে দেবো—

ধৌম্য। হোত্রবাহন!

হোত্র। আজ্ঞে প্রভু!

ধৌম্য-পত্নী। আর মিষ্টি কথায় আলাপ করতে হবে না। পাঁজি পুঁথি পাতা উলটে শূলের ব্যবস্থা বার কর। এক দিনে ও রাজাকে মারলে, রাজ্যশুদ্ধ লোককেও মারলে।

ধৌম্য। ব্যাকুল হয়োনা ব্রাহ্মণী আমাকে বুঝতে দাও। হোত্রবাহন রহস্য রেখে কি হ'য়েছে ঠিক করে বল, আমাদের আর সংশয় দোলায় দুলিও না।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। আপনারা শীঘ্র আসুন, রাজা আস্ছেন।

কঞ্চুকী। রাজা আসছেন?

সুনন্দ। একা নয়—সস্ত্রীক আস্ছেন, তিনি অনুচর মুখে সংবাদ পাঠিয়েছেন, আপনারা আর বিলম্ব করবেন না। দিনান্তের আর বিলম্ব নেই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঋষি পারণ না করতে পারলে, আর করবেন না।

ধৌম্য। জয় শিব শঙ্কর—চলে এস কঞ্চুকী—চলে এস। ব্রাহ্মণী শঙ্খ আনো—

হোত্র। না, না, শূল আন শূল আন।

সুনন্দ। এস ব্রাহ্মণকুমার? তোমার ঋণ হস্তিনা-বাসী শুধ্‌তে পারবে না; তুমি আজ রাজাকে গৃহবাসী করেছ; হস্তিনাবাসীর প্রাণ রেখেছ, ঋষিকে আমি আশ্বস্ত কর্‌তে চললুম্‌, আপনারা বিলম্ব করবেন না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আপব

আপব। দুঃখে সমস্ত নগরবাসী হাহাকার করছে। কিন্তু এরা তো জানে না কি উদ্দেশ্যে এই বিষম অনশন ব্রত গ্রহণ করেছি। অষ্টবসুকে অভিশাপ দিয়েছি। তারা মানবরূপে ভূমিতে অবতীর্ণ হবে। কিন্তু এক মন্দাকিনী ভিন্ন এমন শক্তিময়ী কে আছেন যে, অষ্টদেব প্রধানকে গর্ভে ধারণ কর্‌তে সমর্থ। শুধু তাই নয়। সেই অষ্টসন্তানের মধ্যে সাত জনের জন্মমাত্রেই মুক্তি। মা মন্দাকিনী ভিন্ন কে এমন তেজস্বিনী জননী আছেন, যে প্রচণ্ড মমতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে সদ্যোজাত দেবশিশুর প্রাণকে দেহ থেকে বিচ্যুত করতে পারেন? পুরুকুলে সেই

দেবীর আবাহন কর্‌তে আমি অপেক্ষায় অপেক্ষায় শত বৎসর উপবাসে বসে আছি। কিন্তু সূর্য্য যে অস্ত গেল পারণ দিনের যে অস্ত হলো। তবে কি মা এলেন না।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। ওঠ ঠাকুর, ওঠ! তোমার পারণের জন্য অন্ন-মেরুর ব্যবস্থা হয়েছে। আর যেন ছেলে পুলে গুলোর মাঝখানে বাজখাঁই স্বরে ক্ষুধা ক্ষুধা ক'রে চেঁচিও না। যা খেতে চাবে—তাই খেতে পাবে। হাত ধ'রে ওঠ।

আপব। সহসা অবস্থার এমনি কি পরিবর্ত্তন হয়ে গেল যে উঠতে হবে?

কঞ্চুকী। (স্বগতঃ) পরিবর্ত্তন না হলে কি, এত স্ফূর্ত্তিতে তোমার কাছে ফিরে এসেছি। তবে আগে আর সে কথা তোমাকে বলছি না। (প্রকাশ্যে) উঠবে না ত কি এতগুলো নরনারী না খেয়ে মরবে?

আপব। তাদের খেতে নিষেধ করেছে কে?

কঞ্চুকী। তুমি কত কালের বুড়ো ঋষি—রাজার বাড়ী অতিথি হতে এসে;—না খেয়ে নগরের বুকের উপর বসে রইলে, এতে পুরবাসী কি মুখে জল দিতে পারে?

আপব। তবে মরাই তাদের অভিরুচি!

কঞ্চুকী। নানা প্রকার ভোজ্য আপনার ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য প্রস্তুত।

আপব। কিন্তু এক অন্নপূর্ণার অভাবে তার একটা কণাও আমি মুখে তুল্‌তে পারলুম না।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। সেই অন্নপূর্ণা যদি এসে থাকেন ঋষিরাজ?

আপব। কই দেখাও—দেখাও—শীঘ্র দেখাও মহাভাগ! কতদূরে আমার মা—কতদূরে আমার মা! সুনন্দ?

(শান্তনুর প্রবেশ)

শান্তনু। আর দূর নয় প্রভু, এই আমি এসেছি।

কঞ্চুকী। এসো রাজা, এসো। ধর্ম্ম রক্ষা কর। নগরবাসীকে নিশ্চিন্ত কর। সঙ্গে ও কি, মা! এসো পৌরব রাজলক্ষ্মী! সন্তান মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করছ—পতিকুলের ধর্ম্ম রক্ষা করতে এসেছ—তবে মুখ ঢেকে কেন মা!

(অন্নপাত্র হস্তে অবগুণ্ঠনবতী গঙ্গার প্রবেশ)

সুনন্দ। ঋষি! এইবার পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

আপব। (স্বগতঃ) ঠিক এসেছ—ঠিক এসেছ। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলে কি হবে মা। শ্রীচরণ পঙ্কজের প্রতি অঙ্গুলি কি লয়ে আবদ্ধ করুণা-প্রবাহ কল্লোল তুলছে। আমার ব্রত সার্থক হ'ল—চরণ দর্শনেই সমস্ত তৃষ্ণার অবসান হল।

কঞ্চুকী। চুপ ক'রে রইলে কেন ঠাকুর, পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

(ধৌম্যের প্রবেশ)

ধৌম্য। কি ঋষিরাজ! আর কি আপনার অন্ন গ্রহণে আপত্তি আছে!

আপব। আপনাদের আপত্তি না থাকলেই হ'ল, রাজা যদি ওঁকে ধর্ম্ম পত্নী বলে গ্রহণ করে থাকেন, তাহ'লে রাজ্ঞীর দত্ত অন্নগ্রহণে আমার কোন আপত্তি নেই।

ধৌম্য। রাজা যদি মাকে ধর্ম্মপত্নী বলে গ্রহণ করে থাকেন, তা হলে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন ?

শান্তনু। আমি অগ্রেই একে ধর্ম্মপত্নী বলে গ্রহণ করেছি ;—আর এই আপনাদের সকলের সম্মুখে আবার বল্‌ছি, ইনিই আমার ধর্ম্মপত্নী।

ধৌম। তবে আর কেন ঋষি পারণ কর।

(হোত্রবাহনের প্রবেশ)

হোত্র। হু হু হু—অপেক্ষা—অপেক্ষা—ঋষি অপেক্ষা ! আপনি এ কন্যার মুখ দেখেছেন।

শান্তনু। না।

হোত্র। রাজা আপনি দেখেছেন ?

শান্তনু। না।

হোত্র। কি জাতি জেনেছেন ?

শান্তনু। না।

হোত্র। তবু আপনি এ কন্যাকে ধর্ম্ম-পত্নী বলে গ্রহণ করেছেন ?

শান্তনু। করেছি।

হোত্র। যদি পিতার কোন ঠিক না থাকে ?

শান্তনু। তবু ইনি আমার ধর্ম্ম-পত্নী।

হোত্র। যদি স্বৈরিণী হয় ?

শান্তনু। তবু ইনি আমার ধর্ম্ম-পত্নী।

আপব। হস্তে এইবার জল দাও পুরোহিত। আমি আচমন করি, অন্ন-মেরু আনাও ব্রাহ্মণ, আমি ভোজন করি।

ধৌম্য। এ কাকে নিয়ে এলেন মহারাজ ?

কঞ্চুকী। পবিত্র পৌরব বংশে এ কার কন্যাকে প্রবেশ করালে মহারাজ?

আপব। আর বিলম্ব সয় না। এস অন্নদে! ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দাও।

ধৌম্য। র'স ঠাকুর, র'স। পুরুরাজ কখন অসবর্ণ কন্যা বিবাহ করেন নি। এ কারে রাণী করিলেন মহারাজ!

কঞ্চুকী। স্বৈরিণী—কুলটা, দূর ক'রে দাও।

শান্তনু। এখনও মুখ আবৃত রেখেছ কেন রাণী! এইবারে মুখ খোল। তোমার প্রজাবর্গকে পরিচয় দাও।

গঙ্গা। যে জন্য আপনি আমাকে না দেখে, আমার কোনও পরিচয় না জেনে, ধর্ম্ম-পত্নী ব'লে আমাকে গ্রহণ করেছেন, সে কার্য্য নিষ্পন্ন না হ'লে লোকের কাছে এ মুখ দেখাব কেমন করে মহারাজ! আগে ঋষি অন্নগ্রহণ করুন।

(বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সুবর্ণ পাত্রস্থ অষ্ট সুবর্ণ ফল আপব সম্মুখে রক্ষা)

অষ্টদিক বাসী অষ্ট দেবতা অৰ্জ্জিত,
কত যুগ হ'তে সঞ্চিত যে কর্ম্মফল
নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল
তোমার আশ্রম দ্বারে,
বিধাত্রী ইচ্ছায়, তাহা
সুপক্ক হয়েছে এতদিনে
মধুরতা তার একমাত্র আস্বাদ্য তোমার!
পৌরবের গৃহে
পুরুরাজ কুল বধূরূপে

আজ আমি তোমারে করিনু দান
কর ঋষি সানন্দে ভক্ষণ।

আপব। কুরুকুল রাজলক্ষ্মী! তুমি এই ফল একটী একটী করে হাতে তুলে দাও। শত বৎসরের ক্ষুধানলেও যে দুরন্ত স্মৃতিকে আমি দগ্ধ করতে পারিনি ; করুণাময়ী, তব দত্ত এই অষ্টফল ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপের স্মৃতি আমার চিত্রপট থেকে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হ'ক !

(গঙ্গা কর্ত্তৃক ফলদানের উদ্যোগ)

হোত্র। অপেক্ষা কর রাণী, মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা কর। কি ঋষি, আত্মরক্ষার জন্য এত আত্মহারা যে নিজের প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছ !

আপব। কি রকম ?

হোত্র। সূর্য্যাস্তের পরে কিছু খাবে না বলেছিলে না ?

আপব। সূর্য্যাস্ত হয়েছে ?

হোত্র। হয়েছে কি না হয়েছে, নিজেই তা দর্শন কর।

(পট পরিবর্ত্তন)

কি ঋষি পশ্চিম দিক্‌টে দেখছ ?

আপব। তাই ত মা পারণ যে হল না।

ধৌম্য। এসব কি কথা মহারাজ ?

শান্তনু। আপনি বুঝবেন না। আর আমিও বোঝাতে পারবো না। রাণীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে আমার অধিকার নাই। তোমরাও কেউ জিজ্ঞাসা কর না।

হোত্র । (স্বগতঃ) কেমন জব্দ বেটী ? এইবারে খাও, খাও কত কর্ম্মফল খেতে পার খাও খাও ।

সুনন্দ । ব্রাহ্মণ রক্ষা কর ।

কঞ্চুকী । হোত্রবাহন রক্ষা কর ।

ধৌম্য । আর বিপদ ডেকে এনো না হোত্রবাহন । আমরা এ অদ্ভুদ রহস্য ব্যাপার কেউ কিছু বুঝতে পারছি না ।

শান্তনু । ব্রাহ্মণ ! আমার পত্নীদত্ত ফল—পুরবাসী আপনার পারণ দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল নেত্রে আপনার পানে চেয়ে আছে ।

হোত্র । সূর্য্য চলে গেছে । রক্তিমাভ পশ্চিমাকাশ, ওই দেখ ধুসর বর্ণ ধারণ করলে ।

শান্তনু । সখা সখা, পুরবাসীদের হত্যা কর না ।

হোত্র । পৌরব বংশ, পুণ্য সঞ্চয়ে যে প্রতারণা করবে এ আমি জীবন থাকতে দেখতে পারব না । সন্ধ্যা ! সন্ধ্যা ঋষি—পারণ করো না ।

আপব । না রাজা পারণ করতে পারলুম না ।

শান্তনু । পারবেন না ?

আপব । সূর্য্য কই রাজা ! সূর্য্য কই ?

শান্তনু । একি হল !

সুনন্দ । ও মা রাজ্যেশ্বরী মুখ খোল । এ ক্ষীপ্ত ব্রাহ্মণকে অনুরোধ কর ।

গঙ্গা । (মুখ খুলিল)

সকলে । এ কি রূপ ! এ কি রূপ !

শান্তনু । শ্বেতাম্বরে, গলদেশে গজমতি হারে

কুন্দেন্দু-তুষার-লীলা-কমল-আননা
শত সূর্য্য দীপ্তি ল'য়ে
হের ঋষি ফুটিল ভুবনে।
সঙ্গে সঙ্গে শুন তপোধন—
অকস্মাৎ মুখরিত নিস্তব্ধ কানন।
দিবা অবসানে তরুকুঞ্জে আত্ম সংগোপনে
অবস্থিত ছিল যেই পাখী
অকস্মাৎ দিবার উদয় দেখি
আকুল আনন্দে সবে
সুমধুর কলরবে জাগিল আবার।
চারিদিকে জাগরণ সমাচার ;
দেবী দত্ত লয়ে উপচার
অবিলম্বে করহ পারণ মহাভাগ।

হোত্র। সূর্য্য অস্ত গেল! সূর্য্যকে না দেখে পারণ কর না, ঋষি পারণ কর না।

গঙ্গা। তবু যে দাঁড়িয়ে রইলেন! সূর্য্য না দেখ্‌লে কি অন্নগ্রহণ কর-বেন না ঋষি?

হোত্র। কেন করবে?

আপব। কেন করব মা? পৌরব গৃহে তোমার অধিষ্ঠান দেখতে দেবতারা সব ছুটে এসেছে? আর এমন সময়ে সূর্য্য অস্তাচলে চলে গেল!

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। কেন যাবে? ওই সূর্য্য হের ঋষিরাজ!

আপব। ধন্য আমি, কৃত কৃতার্থ আমি?
সর্ব্বসাধ্য সর্ব্বসিদ্ধ আজি হে আমার!

পরশু। দাঁড়াও খনেক সন্ধ্যা অস্তাচল শিরে—
ধূসর বসনে অঙ্গ আচ্ছাদনে,
হে রূপসী মুক্তকেশী
সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু করহ ধারণ!
করিতে বরণ করি আবাহন
এ অপূর্ব্ব দম্পতির হৃদয়-বন্ধনে
অপূর্ব্ব কাঞ্চন-সূত্র দাও জড়াইয়া।
এস মহীপাল!
কর এই শ্রীকর গ্রহণ।
অগোত্রা অজ্ঞাত কুলশীলা।
এ কন্যার বিবাহ বাসরে
লয়ে তার পিতৃত্বের ভার,
অদৃষ্ট প্রেরিত
অজ্ঞাত অপরিচিত পুরোহিত আমি।

শান্তনু। কে আপনি মহাভাগ?
বহ্নিদীপ্ত শৈলসম চারু কলেবর
বিধিসম অজ্ঞাত অনন্ত শক্তিধর
—বাক্যবলে বাঁধিলে প্রকৃতি।
দেখিছে মানবসংঘ বিস্মিত নয়নে।
ধীরে ধীরে ফিরিতেছে আদিত্যের গতি!

মূঢ় মোরা হৃষিত স্তম্ভিত !
শুধাইতে জড়িত রসনা !
তথাপি বাসনা মোর জানিতে স্বরূপ।
বল হে মহান্—কার পদার্পণে
ধন্য আজি হস্তিনা নগরী ?

পরশু। পরিচয় ? কার পরিচয় ? ভয় হয়
দিতে মহাত্মন্!—প্রকৃতির রন্ধ্র হতে
আবার অজ্ঞান পাছে
পুণ্যভূমি করে আক্রমণ !
উঠ ঋষি করহ পারণ।
শতবর্ষ অনাহারে প্রাণ ধরেছিলে
যুগ যুগান্তর—আমি প্রাণপথে ফেলে
জড় দেহে ঘুরেছি সংসার !
সুস্থ দেহ হউক তোমার !
আমার অজ্ঞাত নাম্নী কন্যার কল্যাণে
এতদিনে প্রাণ ফিরে আসিল সবার !
বিদায়—বিদায়—হে পৌরব !
এ কন্যায় পত্নীরূপে করিয়া গ্রহণ
জগতে সবার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্ তুমি।

হোত্র। সংসার—সংসার আজ আনন্দ আগার,
অগ্নি তুমি সিন্ধু গর্ভে করহ প্রবেশ।
পৃথ্বি তুমি শীতলতা কর আবাহন। [অন্তর্ধান।

শান্তনু। এই বারে পারণ কর ঋষি।

আপব। আর তোমাদের অপেক্ষা রাখিনি মহারাজ! লোক চক্ষে প্রহেলিকার মত সূর্য্য একবার ফিরেছে। যে ফিরিয়েছে ওই দেখ সে তোমাদের চক্ষের পলক পড়তে না পড়তে আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। সুতরাং আর সূর্য্য ফিরবে না জেনে আমি আগে থাকতেই মায়ের দত্ত ফলের সুব্যবস্থা করেছি। মা পতিতোদ্ধারিণী এক দুই তিন করে এই সপ্তম ফল পর্য্যন্ত শেষ করলুম! ওই দেখ মা একে একে তোমার সপ্তফল নদীগর্ভে নিমর্জ্জিত হ'ল! এই অষ্টম। গ্রহণ মুখে—ওই ওই সূর্য্য আবার অস্তগামী হল! সুতরাং আর একে মুখে তুলতে পারলুম না। দেখ দেখ তোমার অপূর্ব্ব বিবাহে আমার ভোজনাবশিষ্ট অষ্টম ফল ওই ভেসে উঠলো! তুলে লও মা তুলে লও। যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ কর! ওই অপূর্ব্ব দেবতা বাঞ্ছিত অষ্টম ফল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ধরে তোমার অঙ্কে ফিরে আসুক।

গঙ্গা। এই যে প্রভু! এই আমি অঞ্জলি পেতেছি।

আপব। ধন্য আমি! আমার ব্রতের উদযাপন হল। ধন্য পুরুবংশ! তাহ'তে আজ আমার ক্ষুধার—সঙ্গে সঙ্গে ধরণীর ক্ষুধার নিবারণ হ'ল! রাজা! পুরবাসী! আবালবৃদ্ধবনিতা! এইবারে তোমরা মুক্ত।

পুরনারীগণের গীত

কোথা ছিলে কোথা ছিলে কেমনে ছিলে ;
এত দিনে এলে কি গো পথ ভুলে।

খুঁজে ছিনু আঁখি মুদে হৃদি ভবনে ;
এত দিনে কি গো পড়িল মনে।
বাহিরিলে হৃদয়-দুয়ার খুলে ॥
(যদি) এসেছ, এসেছ, এসেছ,
যদি ভাল বেসেছ,
অভিমানে আর যেওনা চলে ॥

যবনিকা পতন